ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-167 ■ 18 March, 2026 ■ আগরতলা ১৮ মার্চ, ২০২৬ইং ■ ৩ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৩ এপ্রিল এডিসি নির্বাচন

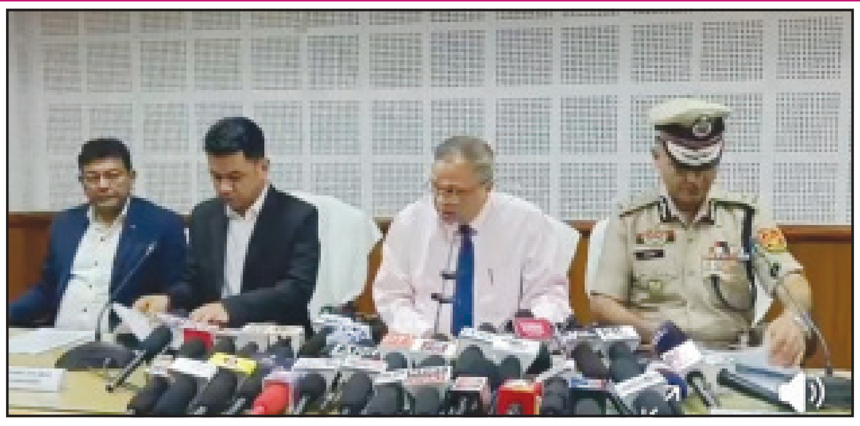

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। ঘোষিত হল এডিসি নির্বাচন। আগামী ১৩ এপ্রিল ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্টেট ইলেকশন কমিশনার মনোজ কুমার একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে স্টেট ইলেকশন কমিশনার জানান, নির্বাচন নির্ঘণ্ট অনুযায়ী আগামী ১৮ মার্চ থেকে রিটার্নিং অফিসারগণ পাব্লিক নোটিশ ইস্যু করবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হল ২৫ মার্চ, ২০২৬। ২৬ মার্চ, ২০২৬ মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করা হবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৮ মার্চ, ২০২৬। ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ এডিসি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে রি-পোল/ফ্রেশ পোল অনুষ্ঠিত হবে ১৬ এপ্রিল, ২০২৬। ভোট গণনা শুরু হবে ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ৮টা থেকে। ১৮ এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। স্টেট ইলেকশন কমিশনার জানান, নির্বাচন নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র এডিসি এলাকায় নির্বাচনী আচরণ বিধি চালু হয়েছে। ভোট গ্রহণ চলাকালীন সমস্ত বুথ কেন্দ্রে থাকবে সিসিটিভি ও ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গড়িয়া পূজার দিন এডিসি ভোট, আপত্তি প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। গড়িয়া পূজার দিন এডিসির ভোট গ্রহণের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে আপত্তি জানিয়েছেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।
আজ সামাজিক মাধ্যমে মথা সুপ্রিমো বলেন, গড়িয়া পূজা টিপরাশা জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব। এই পবিত্র দিনে নির্বাচন আয়োজন করা হলে তা জনজাতি সমাজের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানবে। তাই ভোটের দিন পুনর্বিবেচনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানান তিনি।

বঙ্গে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা ভবানীপুরে লড়বেন মমতা

কলকাতা, ১৭ মার্চ।। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (তৃণমূল কংগ্রেস) মঙ্গলবার ২৯১ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য। ২৯৪ আসনের মধ্যে বাকি তিনটি আসন জোটসঙ্গীর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
দলনেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি এবারও দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সেখানে তাঁর মুখোমুখি হবেন বিরোধী দলনেতা সুবেন্দু অধিকারী। ফলে এই কেন্দ্রে 'হাইভোল্টেজ' লড়াইয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট।
উল্লেখ্য, সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তাদের প্রথম দফার ১৪৪ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে। সেই তালিকায় শুভেন্দু অধিকারীকে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম-এর পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও প্রার্থী করা হয়েছে।
২০২১ সালের নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পরে ভবানীপুর উপনির্বাচনে জিতে টানা তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল থাকেন মমতা।
এবার তৃণমূল উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকার তিনটি কেন্দ্রদার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্সিয়ংজোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-এর জন্য ছেড়ে দিয়েছে। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা অনিত থাপা।
নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী করেছে সদ্য দলবদল করা বিজেপির ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এইম্‌স টিমের সফরের পর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে রোড ম্যাপ ঘোষণা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেস (এইসময়)-এর বিশেষজ্ঞ দলের সাম্প্রতিক সফরের পর ত্রিপুরার স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক সংস্কার ও পরিকল্পনার রূপরেখা সামনে আনল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তার জবাবে বিস্তারিত তথ্য দেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা।
তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এইমস-এর একটি বিশেষজ্ঞ দল রাজ্যে এসে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিষেবার মূল্যায়ন করে ইতিমধ্যেই তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তিনি বলেন, দলটি সফর করেছে এবং সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এইমস নয়াদিল্লি এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (মৌ)-এর ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ত্রিপুরায় একটি 'হেলথ ইউনিভার্সিটি' স্থাপনের প্রস্তাব, যা মেডিক্যাল, ডেন্টাল, নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল শিক্ষাকে শক্তিশালী করবে।
তিনি বলেন, ডিরেক্টরেট অফ মেডিক্যাল এডুকেশনের মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিকে একত্রিত করে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এইমস-এর সহযোগিতায় টেলিমেডিসিন পরিষেবা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এবং হাসপাতাল পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ নিয়োগের উদ্যোগও চলছে।
স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে ইমার্জেন্সি মেডিসিন ও ট্রমা সার্জারি বিভাগ চালুর পরিকল্পনা, 'ওয়ান বেড-ওয়ান পেশেন্ট'' ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাজেট প্রতারণাপূর্ণ আশিষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ২০২৬---২৭ অর্থবর্ষের বাজেটকে "প্রতারণাপূর্ণ ও জালিয়াতিপূর্ণ। বাজেটে সংখ্যার কারসাজির মাধ্যমে সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বাস্তব উন্নয়নের কোনও সুস্পষ্ট রূপরেখা এতে নেই। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।
তিনি বলেন, ২০২৫---২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩২,৪২৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু বছর শেষে সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি দাঁড়ায় ৪২৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। যদিও ওই বাজেটে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও সামাজিক সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি বলে অভিযোগ।
এছাড়াও ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্য সরকার আগামী পাঁচ বছরের জন্য ১৭৮ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ দাবি করলেও, প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা গেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এমনকি চলতি অর্থবর্ষেও কমিশনের অনুদান প্রত্যাশার তুলনায় ৩১ কোটি টাকা কম পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ।
তাঁর মতে, ছোট ও আর্থিকভাবে দুর্বল ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অমরপুর ও মির্জা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক সংকট নিয়ে অসন্তুষ্ট বিজেপি বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং কাকড়াবন বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত মির্জা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তীব্র চিকিৎসক সংকট নিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় সরব হন বিজেপি বিধায়ক রঞ্জিত দাস ও জিতেন্দ্র মজুমদার।
পরিপূরক প্রশ্নোত্তর পর্বে দুই বিধায়কই বর্তমান চিকিৎসক নিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল ও মির্জা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।
বিধায়ক রঞ্জিত দাস অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়েও স্পষ্টীকরণ চান। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রফেসর (ড.) মানিক সাহা জানান, জাতীয় রক্ত সঞ্চালন পরিষদের নির্ধারিত ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ না হওয়ায় ওই হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা নেই।
রঞ্জিত দাস আরও জানান, বর্তমানে হাসপাতালে মাত্র দুই থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। এর মধ্যে দু'জনকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে এবং আরেকজন ছুটিতে গিয়ে পরে অন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এই ধরনের বদলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানান।
অন্যদিকে, একই বিষয় তুলে ধরে বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার বলেন, প্রায় চার বছর আগে মির্জা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হলেও এখনও পর্যন্ত সেখানে কোনও চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়নি। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সুদীপ ও কল্যাণীর বাক্‌বিতন্ডা ঘিরে উত্তপ্ত বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। ত্রিপুরা বিধানসভায় মঙ্গলবার কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়-এর মধ্যে বাকবিতণ্ডাকে কেন্দ্র করে স্বল্প সময়ের জন্য উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
বিধানসভায় আলোচনার সময় মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বিরোধী বিধায়কদের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার বজায় রাখার পাশাপাশি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের আহ্বান জানান।
এর প্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিনি মুখ্য সচেতকের মন্তব্যকে "মাখনবাজি" বলে কটাক্ষ করেন এবং দাবি করেন যে তিনি কোনো অশালীন বা অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেননি।
পরিস্থিতি শান্ত করতে হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। তিনি স্পষ্ট করেন, মুখ্য সচেতক কেবলমাত্র বিধানসভার শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।
অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী মুখ্য সচেতকের এই আহ্বানকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন।

জিবি হাসপাতালে হুইলচেয়ার নিয়ে হেনস্তার অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। জিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হুইলচেয়ার পরিষেবার নামে রোগী হেনস্তার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার প্রেক্ষিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে আগামী তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল হিসেবে পরিচিত জিবি হাসপাতালে সম্প্রতি একের পর এক গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে হুইলচেয়ার পরিষেবাকে ঘিরে রোগী হেনস্তার অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে কর্তৃপক্ষ। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে জিবি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডঃ বিধান গোস্বামী এবং আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডঃ তপন মজুমদার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা মঙ্গলবার হাসপাতালের আউটডোর এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের নির্দেশ দেন এবং বিশেষ করে সিনিয়র সিটিজেনদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিষেবা দেওয়ার উপর জোর দেন।

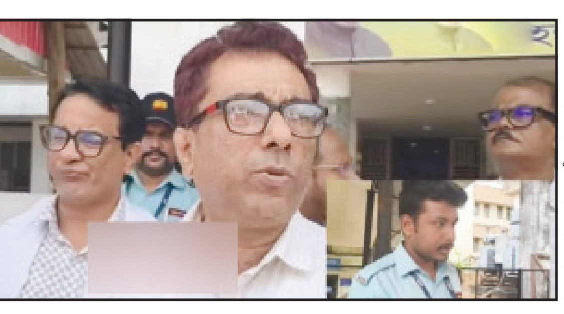

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মেডিকেল সুপার জানান, অভিযোগটি তাদের নজরে এসেছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে কমিটির রিপোর্ট জমা পড়বে। তিনি আরও জানান, তদন্তে যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই ঘটনায় রোগী পরিষেবা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে এবং বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

কয়েক কোটি টাকার মোবাইল ডিসপ্লে উদ্ধার

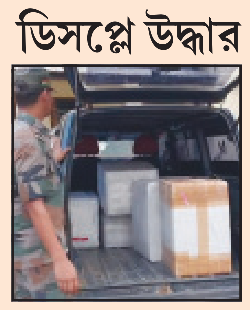

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ মার্চ ।। বিশালগড় থানার পুলিশ সোমবার সন্ধ্যায় গোকুলনগর রাস্তার মাথায় অভিযান চালিয়ে দুটি মারুতি গাড়ি আটক করে। গাড়ি দুটির নম্বর টিআর ০১এএফ ০৪৪৭ এবং টিআর ০১এএন ০২৫৯। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কয়েক কোটি টাকার মোবাইল ডিসপ্লে উদ্ধার করে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আটক গাড়ির চালকেরা উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, এই বিপুল পরিমাণ মোবাইল ডিসপ্লে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জানা গেছে, বাংলাদেশে এ ধরনের মোবাইল ডিসপ্লের চাহিদা ও মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে ঘটনাকে ঘিরে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। সূত্রের দাবি, কোনও অজ্ঞাত প্রভাব বা চাপের কারণে রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা রুজু করেনি, যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।
এদিকে, পাচারকারীদের অন্যতম সক্রিয় করিডোর হিসেবে কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার নাম আবারও সামনে এসেছে। তিন দিক থেকে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত এই সীমান্ত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের ভাষণে প্রতিফলিত জনমুখী শাসন ও উন্নয়ন ঃ পরিষদীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর ভাষণ কেবল একটি সাধারণ ভাষণ নয়, এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাংবিধানিক প্রতিফলন এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও জনমুখী কর্মকাণ্ডের এক সুস্পষ্ট রূপরেখা।
ত্রিপুরা বিধানসভার চলতি অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজ একথা বলেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ।
তিনি বলেন, রাজ্যপালের ভাষণে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে এবং এজন্য তিনি রাজ্যপালকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চান।
মন্ত্রী বলেন রাজ্যপালের এই ভাষণ শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক বক্তব্য নয়; এটি গণতান্ত্রিক শাসনের সাংবিধানিক প্রতিফলন যেখানে রাজ্যের উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং মানুষের কল্যাণে সরকারের কাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর এমন একটি ভাষণ শোনার সুযোগ পেলাম। তাছাড়া তিনি বাংলা ও ককবরক দুটি ভাষাতেই ভাষণ প্রদান করেছেন, এজন্যও আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা'র নেতৃত্বে বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণে যে উন্নয়নমূলক কাজ করছে, তার স্পষ্ট উল্লেখও এই ভাষণে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকার নিরলসভাবে কাজ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৭ মার্চ ।। এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ফটিকরায় থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি ডেমডুম এলাকায় বলে জানা গেছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পর ভুক্তভোগী মহিলা ফটিকরায় থানায় ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

৬২টি নিম্নমানের ওষুধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। ত্রিপুরায় "স্ট্যান্ডার্ড মানের নিচে" (এনএসকিউ) হিসেবে চিহ্নিত ৬২টি ওষুধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা। মঙ্গলবার বিধানসভায় এই তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, রাজ্যের স্টেট ড্রাগস টেস্টিং ল্যাবরেটরি (এসডিটিএল) বিভিন্ন ওষুধ সংস্থার তৈরি এই ওষুধগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।
কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়-এর এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় আগরতলায় একটি মাত্র স্টেট ড্রাগস টেস্টিং ল্যাবরেটরি রয়েছে। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যে কোনও ভেজাল ওষুধ শনাক্ত হয়নি।
এদিন গোপাল চন্দ্র রায় রাজ্যে মাত্র একটি ল্যাবরেটরি থাকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং প্রতিটি জেলায় এমন ল্যাব স্থাপনের দাবি তোলেন। তিনি দেশজুড়ে ভেজাল ওষুধের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি স্যালাইন ও ইনজেকশনের মতো জরুরি ওষুধ যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।
এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সন্দেহের ভিত্তিতে নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে ওষুধের মান যাচাই করা হয়। ত্রিপুরায় শেষবার ভেজাল ওষুধ ধরা পড়েছিল ২০১৩ সালে। তারপর থেকে আর এমন কোনও ঘটনা সামনে আসেনি। তবে নিম্নমানের ওষুধ শনাক্ত হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৪—২৫ সালে ১৯টি এনএসকিউ মামলা ধরা পড়েছে, আর ২০২৫—২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ৪৩টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে।
পরিপূরক প্রশ্নে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন জননিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে ব্ল্যাকলিস্ট করা ও পাইকারদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চান। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় জানান, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ নির্মাণ ও নিয়মিতকরণ, সরব বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। সিপাহিজলা জেলার বক্সনগরে সরকারি খাস জমিতে অবৈধ নির্মাণ এবং ডিআরডব্লিউ সহ প্রায় ৪০ হাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মীর নিয়মিতকরণের বিষয় নিয়ে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ বিধানসভায় শূন্যকালে তা উত্থাপন করেছেন তিনি। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত জানাবেন আশ্বাস দিয়েছেন।
এদিন বিষয়টি উল্লেখ করে শ্রী চৌধুরী বলেন, সরকারি খাস জমিতে অবৈধ নির্মাণ চলছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পরবর্তীতে ডেপুটি কালেক্টর বিশ্বজিৎ দাস তদন্ত করে ১১ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবেদন জমা দেন।
তিনি অভিযোগ করেন, তদন্ত অনুযায়ী চারজন ব্যক্তি সরকারি খাস জমিতে বেআইনিভাবে নির্মাণকাজ করছেন। তারপরও নির্মাণ বন্ধ করা হয়নি। ভবিষ্যতে বক্সনগর বাজার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,১৮ মার্চ, ২০২৬ ইং
৩ চৈত্র, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভারতের বাস্তব সম্মত বিদেশ নীতি

২০২৬ সালে ভারতের বিদেশ নীতি মূলত ''কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন'' এবং ''বহুমুখী জোট'' এই দুই স্তম্ভের ওপর দাঁড়াইয়া আছে। বর্তমানে ভারত কোনো একটি নির্দিষ্ট শক্তির দিকে ঝুঁকিয়া না থাকিয়া নিজের জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখিতেছে।ভারত বর্তমানে আমেরিকা এবং রাশিয়াউভয় পক্ষের সাথেই ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখিতেছে।জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি অব্যাহত রাখিয়াছে।প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা এবং বাণিজ্যের জন্য আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানির সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করিতেছে। বিশেষ করে ২০২৬ সালে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি একটি বড় মাইলফলক হিসাবে দেখা দিতেছে।ভারত নিজেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বর হিসেবে তুলিয়া ধরিয়াছে। ২০২৬ সালে ভারত ব্রিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতেছে, যাহার মাধ্যমে তাহারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় এবং বিশ্ব রাজনীতিতে একটি ''নিরপেক্ষ মেরু'' হিসেবে আবির্ভূত হইতে চাইছে।প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক ভারতের অগ্রাধিকার।কানেক্টিভিটি এবং বিদ্যুৎ বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পর্ক জোরদার করা হইতেছে। সীমান্ত সমস্যার কারণে চীনের সাথে সম্পর্ক এখনো শীতল, তবে বাণিজ্যিক বাস্তবতা বজায় রাখিবার চেষ্টা চলিয়াছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কে তেমন কোনো বড় পরিবর্তন আসেনি।ভারতের বর্তমান বিদেশ নীতির একটি বড় অংশ জুড়িয়া আছে অর্থনীতি।২০২৬ সালে ভারত নিজেকে গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং হাব এবং মহাকাশ গবেষণার অন্যতম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোনো একটি দেশের (যেমন চীন) ওপর নির্ভরশীলতা কমাইয়া বিকল্প গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন তৈরির জন্য ভারত , আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া দেশগুলোর সাথে কাজ করিতেছে।ভারত মহাসাগর অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বজায় রাখিতে ভারত ''অ্যাক্ট ইস্ট'' নীতি এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ জোর দিতেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্ব এখন আগের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। ভারতের বিদেশ নীতি এখন আর আদর্শগত নয়, বরং অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। ভারত এখন কেবল বিশ্বব্যবস্থা অনুসরণ করে না, বরং সেটি তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।২০২৬ সালের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের বিদেশ নীতি মূলত ''কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন'' এবং ''বাস্তববাদ'' এর ওপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভারতের এই নীতি কতটা বাস্তবসম্মত এবং বিশ্বজুড়িয়া এর গ্রহণযোগ্যতা রহিয়াছে। ভারতের বর্তমান বিদেশ নীতি কোনো নির্দিষ্ট আদর্শের চাইতে জাতীয় স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিতেছে। একে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত করিয়া তুলিয়াছে। ভারত এখন আর কোনো একটি ব্লকের যেমন- শুধু আমেরিকা বা শুধু রাশিয়া ওপর নির্ভরশীল নয়। ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমা চাপ সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় তেল কেনা অব্যাহত রাখিয়াছে। এটি দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় একটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকট বা মালদ্বীপ ও ভুটানের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েনে ভারত যেভাবে মানবিক ও আর্থিক সহায়তা নিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে, তাহা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করিতেছে।বিশ্ব দরবারে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা বর্তমানে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছিয়াছে, যদিও কিছু চ্যালেঞ্জ রহিয়ায়ে গিয়াছে।উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দাবি দাওয়া বিশ্বমঞ্চে তুলিয়া ধরিবার কারণে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর কাছে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক বাড়িয়াছে।রাশিয়া-ইউক্রেন বা মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ভারত সরাসরি কোনো পক্ষ না নিয়া আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথা বলিয়া আসিতেছে। ভারতের এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান অনেক দেশের কাছেই ''নির্ভরযোগ্য অংশীদার'' হিসাবে গণ্য হইতেছে।ভারতের ''কোউইন'' পোর্টাল বা ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম অনেক দেশ গ্রহণ করিতে আগ্রহী, যাহা ভারতের ''সফট পাওয়ার'' বা প্রযুক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা বাড়াইয়াছে।রাশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং মার্কিন শুল্ক নীতির (যেমন ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক বৃদ্ধি) কারণে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে মাঝেমধ্যেই কূটনৈতিক টানাপোড়েন তৈরি হয়।পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রতিবেশী নীতি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন।

আধুনিকতার মেলবন্ধনে অর্ধেক আকাশ

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

নারী আমি পারি, তা সে বাসের পাদানিতেই হোক, বা জাহাজের সাবমেরিনে। নারী আজ শুধু গৃহকাজেই সীমাবদ্ধ নয়। না আজ সে অনেকটাই পাখির মতো মুক্ত, সে তার ডানায় ভর করে উড়তে জানে। নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে জানে। কখনও রাফালে সোফিয়া কুরেশির ভূমিকায়, তো কখনও বা আবার বুলা চৌধুরীর ইংলিশ চ্যানেল পার করার মুহূর্তে। বর্তমানে শিক্ষার হার বাড়ছে, দিনে দিনে নারী শিক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষাই একমাত্র জ্ঞানের আলোর পথ দেখাতে পারে। একজন মা যদি শিক্ষিত হয়, তবেই সমাজ শিক্ষিত হয়। কথা হচ্ছিল, মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়ার জয়না বিবির সঙ্গে। প্রথমে নারী দিবস কি, কিছুটা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন জয়না বিবি ? পরে বুঝিয়ে বলাতে বলতে লাগলেন, 'দিন আনি দিন খাই। প্রতিদিন ১৫০০ বিড়ি বাঁধি। ১০০০ বিড়িতে ১৬০ টাকা পাই। বিড়ি বেঁধে কোনক্রমে সংসার চলে, সেখানে নারী দিবস আলাদা করে স্পর্শ করে না'।

কুচিনার আমলেও উনুনের গনগনে আঁচে রুটি সেকতে সেকতে কোনও এক গ্রাম্য বধূ জানালেন, 'বিয়ের ৪ বছরের মাথায় ২ সন্তানের জননী। একজনের তিন বছর বয়স, আর একজনকে কোলে নিয়েই উনুনে রুটি শিখতে ব্যস্ত মিনা। স্বামি বাইরে ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে। ৩ মাস অন্তর আসে, যখন আসে একবারে পুষিয়ে নেয়। সংসারের কাজ করতে করতেই দিন পার হয়ে যায়, তারপর আবার সেলাইয়ের কাজও থাকে, তাই আর ৫ টা দিন যা, নারী দিবসও তাই'। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আধুনিক পোশাক আর কি কি নারী দিবসের সংজ্ঞা বদলে দিতে পারে ? শঙ্খ ঘোষের, 'মুখ ঢেকে যায়, বিজ্ঞাপনে'। মাঠে ঘাটে কাস্তে হাতে কাজ করা মহিলা শ্রমিক থেকে শুরু করে কর্পোরেট হাউসের "ম্যাডাম" ও অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার শিকার হন। অনেকে আইনের সাহায্য নেয় তবে তা হাতেগোনা মাত্র বা নগণ্য বললেও ভুল বলা হবে না। যারা আবার আইনের সাহায্য নেয়, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় দেরি হবার জন্য অনেক সময় তাদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কন্যা ভ্রূণ হত্যা, স্কুল ড্রপ আউট, বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, পণের অভাবে বধূ হত্যা আজও কোথাও ভাবায় বৈকি ! আজও অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষিতা মেয়ে লোকও লজ্জার ভয়ে ন্যূনতম আইনের সাহায্যটুকু পর্যন্ত নিতে চায় না। সে রকম ভাবেই যখন কোন বধূ পণের জন্য বলি হয় মৃতের বাড়ির লোকজন থানায় রিপোর্ট দায়েরও অনেকক্ষেত্রে করে না। শুধুই কি স্বল্পশিক্ষিতা মহিলারা আইনের দ্বারস্থ হন না তা কিন্তু নয়। অনেক শিক্ষিত মহিলারাও সহজে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন না শুধুমাত্র এটা ভেবে যে আইন অনেক ঝামেলার বিষয়, এতে সমাজ কি বলবে ? এতে তাদের স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির মান সম্মান থাকবে না !

বাইরের জগতে মেয়েদের কাজ খুঁজে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ বা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার মানসিকতা যত প্রবল হয়েছে তত বেশি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে সংসারে কান্নাকাটি করা মহিলাদের সংখ্যা। সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রচলন করে সমাজকে আলোর পথে চালিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'দেনা পাওনা' নামক ছোটগল্পে পণপ্রথার কি বর্বর দিক হতে পারে তা নিরুপমার অকাল প্রয়াণের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তারপরেও রক্ষণশীল সমাজে আজও অনেকাংশে তুলে ধরা হয় ফুলশয্যার রাতে সতীত্বের পরীক্ষা, ধর্ষিতা নারীর চরিত্রের মান মর্যাদা, ভারতের প্রত্যন্ত থেকে অতি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিবাহিতা স্ত্রীর দিনে ভাসুর রাতে স্বামী হওয়ার বাস্তবতা। এছাড়াও পুরুষ মহিলাদের কাজের জগতের সুযোগ-সুবিধার তফাৎ তো রয়েছে, পারিশ্রমিকের অংকের টাকারও হেরফের যথেষ্ট। এই নিয়ে বলিউড থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলারাই অনেক সময় সোচ্চার হয়েছেন। ঘরে বাইরের সব কাজ সামলে মহিলারা আজ দশভুজা। কিন্তু পান থেকে চুন খষলে শুনতে হয় তরকারিতে ঠিক মতো নুন হয়নি তো বাড়ি ঢুকতে এত রাত হলো কেন ? বিয়ের দু'ই বছরের মাথায় বাচ্চা না আসলে নিশ্চয়ই বউটা বাঁজা অথবা বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলা হলে শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে এডজাস্ট করতে পারেনি বলেই আজ এই অবস্থা। যে সমাজে রাতের অন্ধকারে ধর্ষিতার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়, আর যাই হোক সেই সমাজে মৌচাক যে বাসা বাঁধে তা বলাবাহুল্য। তাহলে নারী মুক্তি শুধুই কি ইতিহাসের পাতা আর গাল ভরা গল্পে সীমাবদ্ধ ? এ বিষয়ে বর্ধমান হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কৃষ্ণা কর্মকার জানান, 'শুধু মেয়েরা যে দিন মেয়ে হিসাবে স্বাধীনতা পাবে সেদিন স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেবে। মেয়েদেরকে মানুষ হিসাবে স্বাধীনতা দিতে হবে, তবেই সমাজটা সেদিন সুন্দর হবে। যাতে মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে এমনকি সবকিছুর মধ্যে স্বাধীনতা পেতে পারে'।

আকাশ তো একটাই, আর সেই এক আকাশের মধ্যেই "অর্ধেক আকাশ'' হয়ে আগামীদিনে সত্যিই সূর্যের সম তেজ নিয়ে মহিলারা আরও এগিয়ে যাবে এই আশা করাই যায়। রোল মডেল সেই সমস্ত নারীরা, যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করে নিজের দৃঢ়তা ও লক্ষ্যে অবিচল থাকে।

ইসলামের আগে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু সভ্যতার রোজা রাখার সংস্কৃতি

রমজান মাসে মুসলমানরা এক মাস ধরে রোজা পালন করেন। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি হলো রোজা। তবে ইসলামের আবির্ভাবের আগেও মধ্যপ্রাচ্যে রোজা বা উপবাসের ধারণা প্রচলিত ছিল। ফেরাউন বা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা প্রাচীন মিশরীয়রা দেবতাদের নৈকট্য অর্জন, সন্তুষ্টি লাভ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। এর মধ্যে উপবাসও ছিল। তারা বসন্ত উৎসব, ফসল উৎসব এবং নীলনদের প্লাবন উৎসব উদযাপন করতেন। এসবের উদ্দেশ্য ছিল আত্মাকে পাপ ও ত্রুটি থেকে শুদ্ধ করা, যাতে দেবতারা অসন্তুষ্ট না হন। তবে প্রাচীন মিশরীয়দের উপবাসের ধরন নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এটি কেবল পুরোহিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আবার কেউ মনে করেন, সাধারণ মানুষও উপবাস পালন করতেন। অন্য কিছু গবেষক আসমানি কিতাবভিত্তিক ধর্মগুলোর রোজার সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয়দের উপবাসের সরাসরি কোনো সম্পর্ক খুঁজে পান না।

কিছু গবেষকের মতে, তাদের উপবাস সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলত। এই উপবাসের মেয়াদ তিন দিন থেকে ৭০ দিন পর্যন্ত হতে পারত। এ সময় তারা খাদ্য, পানীয় ও যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতেন। মৃত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যেও উপবাস পালনের প্রচলন ছিল প্রাচীন মিশরে। আবার এমন উপবাসও ছিল, যেখানে ৭০ দিন ধরে কেবল শাকসবজি ও পানি গ্রহণের অনুমতি ছিল। জরথুস্ত্রবাদ ও ইয়াজিদি ধর্ম (প্রাচীন পারস্য ও কুর্দিরা) খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে পারস্য ও আশপাশের অঞ্চলে জরথুস্ত্রবাদ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এই ধর্মের অনুসারীরা ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরান, ভারত, আফগানিস্তান ও আজারবাইজানসহ বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। জরথুস্ত্র নামে এক ধর্মপ্রচারকের শিক্ষা থেকে এই ধর্মের সূচনা। তার চিন্তাধারা দীর্ঘ সময় ধর্মীয় ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ধর্মের আবির্ভাবে এই মতবাদের প্রভাব কমে যায়।

জরথুস্ত্রবাদে উপবাসকে নিরুৎসাহিত করা হতো। তাদের বিশ্বাস ছিল, উপবাস মানুষের শক্তি কমিয়ে দেয় এবং অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ায়, যা সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে ইয়াজিদিদের মধ্যে তিন দিনের রোজা রাখার প্রচলন ছিল। তাদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটি মঙ্গলবার শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার শেষ হয়। ইয়াজিদি ক্যালেন্ডার সৌর ক্যালেন্ডারের তুলনায় ১১ দিন আগে শুরু হয়। এই রোজা সূর্যোদয়ে শুরু হয়ে সূর্যাস্তে শেষ হয়। প্রাচীন ধর্মযাজকেরা টানা তিন দিন রোজা পালন করতেন এবং "ঈদ ইজি'' নামের উৎসবের মাধ্যমে তা সমাপ্ত করতেন।

ইয়াজিদিদের মধ্যে দুই ধরনের রোজা রয়েছেএকটি সাধারণ মানুষের জন্য, অন্যটি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা বিশেষ শ্রেণির জন্য। শিশু, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থদের এ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা সাধারণত বিশেষ রোজা রাখতেন। দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে যা কোনো মানত করতো তারাও এটি পালন করতো। বছরের বেশিরভাগ সময় ধরে এই রোজা রাখা যায়। সাধারণ মানুষের জন্য এই বিশেষ রোজা বাধ্যতামূলক নয়, তবে যারা সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য কামনা করেন, তারা পালন করেন। এছাড়া ইয়াজিদিদের মধ্যে "সাওম খুদান'' নামে আরেক ধরনের রোজা প্রচলিত আছে। এটি সাধু, অলিয়া ও আগ্রহী সাধারণ মানুষ পালন করেন। বেশি দিন রোজা রাখলে তা নিয়ে গর্ব করার রীতিও রয়েছে।

ইহুদিধর্ম- মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ মানুষ তিনটি আসমানি ধর্ম অনুসরণ করেন, পাশাপাশি হাজার বছরের পুরোনো অন্যান্য বিশ্বাসও রয়েছে। ইহুদিধর্ম, যা আব্রাহামিক ধর্মগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম, সেখানে "ইয়োম কিপুর'' বা প্রায়শ্চিত্তের দিনে উপবাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইহুদি ধর্মে বিশ্বাস করা হয়, এই দিনেই নবী মুসা দ্বিতীয়বার সিনাই পর্বত থেকে অবতরণ করেন এবং তার সঙ্গে তাওরাতের ফলক ছিল। ইয়োম কিপুর ২৬ ঘন্টা স্থায়ী হয় এবং এটি ইহুদিদের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মীয় দিন হিসেবে বিবেচিত। এই দিনে ইহুদিরা পার্থিব ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থেকে ইবাদত ও আত্মসমালোচনায় সময় ব্যয় করেন। সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ ও পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে তারা সূর্যাস্ত থেকে পরদিন রাত পর্যন্ত উপবাস পালন করেন। ইহুদিধর্মে কিছু নিয়ম অনুসরণ করা হয় অসুস্থ বা গর্ভবতী নারীরা উপবাস থেকে অব্যাহতি পান সাধারণত শনিবার ও ধর্মীয় উৎসবের দিনে উপবাস পালন করা হয় না (ইয়োম কিপুর ব্যতিক্রম) নিসান মাসে উপবাস পালন করা হয় না, এটি এপ্রিল মাসের কাছাকাছি সময় হয়ে থাকে সাধারণত। অবশ্য ইহুদি ধর্মের আধুনিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বে আছেন, তাদের কর্মক্ষমতা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য তারা চাইলে রোজা নাও রাখতে পারেন। এছাড়া ইহুদি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে স্বেচ্ছা উপবাসেরও প্রচলন রয়েছে, যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত, করুণা প্রার্থনা বা নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

খ্রিষ্টধর্ম- খ্রিষ্টধর্মে উপবাসের উদ্দেশ্য হলো ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জন। **দানিয়েল গ্রন্থে বলা হয়েছে :** 'আমি প্রভু ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা, মিনতি, উপবাস, ছাই ও শোকবস্ত্রসহ তার কাছে নিবেদন করি।' খ্রিষ্টানদের কাছে উপবাসের গুরুত্ব অনেক। এটি ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের প্রতীক এবং যিশুখ্রিষ্টের শিক্ষা অনুসরণের অঙ্গীকারের নিদর্শন।

বাইবেলে উপবাসের নির্দিষ্ট সময় বা মাস উল্লেখ নেই। প্রতিটি গির্জা বা সম্প্রদায় তাদের অনুসারীদের জন্য উপবাসের সময় নির্ধারণ করে। ফলে খ্রিষ্টানদের মধ্যে উপবাস পালনের পদ্ধতি ও সময়ে ভিন্নতা রয়েছে। ইস্টারের আগে ৪০ দিনের উপবাস পালিত হয়, যা গির্জাগুলোর ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে। এ সময় খ্রিষ্টানরা সাধারণত দিনে অন্তত ১২ ঘণ্টা খাদ্য থেকে বিরত থাকেন। কেউ কেউ আরও দীর্ঘ সময় উপবাস পালন করেন।

রূহ আফজা- রমজানে জনপ্রিয় এক পানীয়ের এক শতাব্দীর ইতিহাস

সানজানা চৌধুরী

.মজান মাস আসার সাথে সাথেই মুসলিম সমাজে প্রতিদিনের জীবনে শুরু হয় সেহরি ও ইফতারের আলোচনা।

ঘরে ঘরে পেঁয়াজু, বেগুনি, ছোলা-মুড়ির মতো নানা ইফতারের আইটেমের সাথে টেবিল সাজানো হয় বিভিন্ন রকম শরবত দিয়ে। এসব শরবতের মধ্যে শতাব্দি পুরনো এক পানীয় হলো রূহ আফজা।

বাংলাদেশের বাইরে পাকিস্তান ও ভারতেও এটি রমজানের সময় বেশ প্রচলিত এক পানীয় যার চাহিদা বেড়ে যায় রমজান মাসে।

রূহ আফজার যাত্রা শুরু হয়েছে দিল্লীতে ১৯০৬ সালে। সে হিসেবে পানীয়টির বয়স ১২০ বছর। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়া থেকে শুরু করে একাধিক যুদ্ধের সাক্ষী এই হয়েছে এই ব্র্যান্ডটি।

উর্দু শব্দ "রূহ" অর্থ আত্মা বা প্রাণ, আর আফজা অর্থ যা সতেজ করে। ফলে এই পানীয়ের নামের অর্থ দাঁড়ায় 'আত্মাকে সতেজ করে এমন পানীয়।' রমজানের সাথে এই পানীয়র সংযোগটা এতোটাই গভীর যে বাংলাদেশে গত বছরের রমজানের সময় ফেসবুকে একটি ট্রেন্ড ছিল, 'ছোটবেলায় মনে করতাম রূহ আফজা শরবত খেলে সওয়াব হয়।' অনেক ফেসবুক ব্যবহারকারী জানান, প্রতিটি রমজানে তাদের মাসের বাজারে একটি বোতল রূহ আফজা থাকেই থাকে। পাকিস্তানের বাসিন্দা আজির হাসান রিজভী তার সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন, রমজানে এশীয় মুসলমানদের কাছে রূহ আফজার গুরুত্ব ঠিক তেমনই, যেমনটা কার্টুন চরিত্র পপাইয়ের কাছে পালং শাকের।

ফেসবুক ব্যবহারকারী মারিয়া সারতাজ বলেছেন, রমজান ও রূহ আফজা একে অপরের পরিপূরক, আর ইফতার টেবিলের আসল সৌন্দর্য্য বাড়ায় এই লাল শরবতই। তবে রূহ আফজার খাওয়ার পদ্ধতিতেও ভিন্নতা দেখা যায়। কেউ দুধের সঙ্গে পান করতে পছন্দ করেন, কেউ পানির সঙ্গে। এই নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক মতভেদও দেখা যায়। কেউ কেউ তাদের নিজস্ব রেসিপি শেয়ার করছেন। তবে এমন নয় যে সবাই এই লাল শরবত পছন্দ করেন। এই পানীয়তে থাকা চিনির মাত্রা, রঙ এবং প্রিজারভেটিভের ব্যবহার নিয়ে সমালোচনাও আছে প্রচুর। কিছু ব্যবহারকারী বুঝতেই পারেন না, মানুষের এই শরবতের প্রতি এত গভীর আবেগ কেন। তারা মনে করেন রূহ আফজার তুলনায় অন্যান্য অনেক ঘরোয়া পানীয় মানে অনেক ভালো ও স্বাস্থ্যকর।

দিল্লির গলি থেকে সারা বিশ্বে

প্রায় ১২০ বছর আগে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী দিল্লির লাল কুয়ান বাজারে এক গরমের দিনে একটি ক্লিনিক থেকে গোলাপের সুবাস আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুবাসে আকৃষ্ট হয়ে মানুষের ভিড় জমাতে থাকে। তারা জানতে পারে এটি লাল রঙের এক বিশেষ ধরনের পানীয়র গন্ধ। সেদিন সন্ধ্যা নামার আগেই শেষ হয়ে যায় হাকিমের তৈরি প্রথম ব্যাচ। এই ছিল রূহ আফজার জন্ম। সাংবাদিক সানাম মেহেরের প্রতিবেদনে এমনটাই উঠে আসে। ইতিহাস বিষয়ক ম্যাগাজিন হেরিটেজ টাইমের তথ্য অনুযায়ী, রূহ আফজা তৈরি করেছিলেন হাকিম হাফিজ আবদুল মজিদ, একজন ইউনানি চিকিৎসক। পুরনো দিল্লিতে ছিল তার ক্লিনিক হামদর্দ দাওয়াখানা। "হামদর্দ" শব্দটির অর্থই হলো দুঃখ-কষ্টের সময়ের সঙ্গী। ১৯০৭ সালের দিকে এই দাওয়াখানাতেই তিনি এই অ্যালকোহলমুক্ত ওষুধি পানীয়টি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বিক্রি শুরু করেন। ক্রমেই এর চাহিদা বাড়তে থাকে। দিল্লির বাইরে গাজিয়াবাদে একটি কারখানায় রূহ আফজা ব্যাপকভাবে উৎপাদন শুরু করা হয়। শুরুতে তিনি শরবতটি তৈরি করেছিলেন রোগীদের সতেজ করতে, গরমের কারণে শরীরে হওয়া অসুস্থতা কিছুটা লাঘব করার জন্য। শরবতের বিশেষ বৈশিষ্ট ছিলো এতে থাকা গোলাপের গন্ধ ও স্বাদ, যা বাজারের মানুষদের নজর কেড়ে নিয়েছিল। হাকিম পরে এই লাল শরবতের নাম দেন 'রূহ আফজা'। হেরিটেজ টাইমসের তথ্যমতে, এই নামের উৎস পণ্ডিত দয়া শঙ্কর নাসিমের কাব্যগ্রন্থ "মসনবি গুলজার-ই-নাসিম", যেখানে রূহ আফজা নামে এক রাজকন্যার চরিত্র থেকে তিনি এই নাম রাখতে অনুপ্রাণিত হন। ১৯২০ সালের মধ্যে রূহ আফজা হাতে হাতে প্যাক করা হতো, লেবেলও হাতে সেঁটে দেওয়া হতো। দিল্লির শিল্পী মির্জা নূর আহমদ প্রথম এই কাঁচের বোতল ও ঐতিহ্যবাহী লেবেলের ডিজাইনটি করেছিলেন। তবে মাত্র দুই বছর পর ১৯২২ সালে হাকিম মারা যান। তখন হামদর্দের দায়িত্ব আসে তার বড় ছেলে আবদুল হামিদের কাঁধে, যার বয়স তখন ছিলো মাত্র ১৪ বছর।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পরে হাকিম হাফিজ আবদুল মজিদের বড় ছেলে আবদুল হামিদ দিল্লিতে থেকে যান এবং ছোট ছেলে হাকিম মহম্মদ সৈয়দ পাকিস্তানে চলে যান। দুই দেশে তৈরি হয় "হমদর্দ ইন্ডিয়া'' এবং "হমদর্দ পাকিস্তান" নামে দু'টি সংস্থা। সেখান থেকে তারা রূহ আফজার উৎপাদন শুরু করেন। পরে ১৯৫৩ এবং ১৯৫৬ সালে কোম্পানির সম্প্রসারণ হয়। ছোট ছেলে হাকিম মহম্মদ সৈয়দ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিক্রয় কেন্দ্র খোলেন।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান যখন বাংলাদেশ নামে নতুন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়, হামদর্দ পাকিস্তান তখন হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ হিসেবে কাজ শুরু করে। এরপর ইউসুফ হারুণ ভুঁইয়া নামের এক ব্যক্তি বাংলাদেশের হামদর্দে যোগ দেন এবং রূহ আফজা প্রস্তুত ও বিক্রি শুরু করেন। মূল রেসিপিটি কঠোরভাবে গোপন রাখা হয়েছে এবং প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় আজও সংরক্ষিত রয়েছে।

ইতিহাসের স্বাক্ষী

একটি শরবত যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার রক্তক্ষয়ী অধ্যায় এবং অনেক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে টিকে আছে সেটি অনেকের কাছে একটি বিস্ময়। এখন এই পানীয় পুরানো দিল্লির সরু গলি ছাড়িয়ে, উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে পশ্চিমা দেশেও পৌঁছে গিয়েছে।

রাহেল ফার্নান্দেজ নামের এক ব্যবহারকারী বিবিসি উর্দুকে বলেছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভারতীয় দোকান থেকে পাকিস্তানি রূহ আফজা কিনেছেন। সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় আফগান শরণার্থীদের কাছে ত্রাণ হিসেবে রূহ আফজা পাঠানো হয়েছিলো। তবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা বিস্মিত হয়ে যান যে এসব শরণার্থী শিবিরে প্রতিদিন কেন এতো বোতলের দরকার হচ্ছে? পরে তদন্তে দেখা যায়, আফগানরা রূহ আফজা সরাসরি পান করতেন। পানি বা দুধ মেশানো ছাড়াই। রূহ আফজার প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রমাণ মিলেছিল ২০১৯ সালে। সে বছর ভারতের বাজারে রূহ আফজা হঠাৎ করে দুর্লভ হয়ে যায়। কোম্পানির ভাষ্য অনুযায়ী, কিছু ভেষজ উপাদান সহজলভ্য না হওয়ায় বাজারে এই সংকট দেখা দেয়। এই সংকটের জেরে টুইটারে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভারতীয় ব্যবহারকারীরা পানীয়টি না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। পাকিস্তানি ব্যবহারকারীরা তখন ভারতের এই "সংকট" বুঝে রূহ আফজা উপহার দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলেন। রিচিকা তালওয়ার নামের একজন ব্যবহারকারী উল্লেখ করেছেন, রূহ আফজা সেই অসংখ্য জিনিসের একটি যা পাকিস্তান ও ভারতকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে।

রূহ আফজার বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। ২০২২ সালে ভারতের দিল্লি হাই কোর্ট ই-কমার্স ওয়েবসাইট অ্যামাজন ইন্ডিয়াকে নির্দেশ দিয়েছে, পাকিস্তানে তৈরি রূহ আফজা ভারতের বিক্রির তালিকা থেকে সরাতে। তখন নকল রুহ আফজা বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। ভারতীয় প্রস্তুতকারকরা আদালতে অভিযোগ করেন, পাকিস্তানে তৈরি রূহ আফজা অবৈধভাবে ভারতে বিক্রি হচ্ছে। আদালত এরপর এই নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশে ২০১৮ সালে অননুমোদিত উপাদান দিয়ে খাদ্য তৈরি ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে রুহ আফজাকে চার লাখ টাকা জরিমানা করে ঢাকার একটি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত। সেখানে দোষ স্বীকার করে ক্ষমাও চেয়েছিল হামদর্দ কর্তৃপক্ষ। যদিও ওই রায়ের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে আপিল করা হলে আগের রায় ও জরিমানা বাতিল করে দেওয়া হয়।

এই লাল রঙের ঘন শরবত কতোটা সুস্বাদু বা আদৌ কতোটা স্বাস্থ্যকর সেই আলাপের বাইরে এটি শতাব্দীর ইতিহাসের স্বাক্ষী এবং রমজানের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

আগরতলায় চাকরী মেলা ১৩৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, ব্যাপক সাড়া

আগরতলা, ১৭ মার্চ: সরকারি চাকরির পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থায় বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মঙ্গলবার আগরতলায় এক চাকরী মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলায় ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার ও ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় শ্রম ভবন প্রাঙ্গণে এই জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়।

মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে মোট ১৩৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়োগ করা হয়। ফলে বহু তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত রাখা হবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক চাকরি প্রার্থীর জন্য কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়।

বোধজং নগরে স্কুটি-ট্রিপার সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই নাবালক

আগরতলা, ১৭ মার্চ : রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা যেন পিছু ছাড়ছে না। এবার রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বোধজং নগর থানা এলাকার বণিক্য চৌমুহনীতে এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল দুই নাবালক। জানা যায়, একটি স্কুটির সঙ্গে একটি ট্রিপার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে স্কুটিতে থাকা দুই নাবালক বিশেষ দাস ও দীপ দাস গুরুতরভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে দুই নাবালকই জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

চিকিৎসকদের সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

18-03-26.pmd 1 18-03-2026, 00:56

ঐতিহ্যবাহী বারুনি মেলায় হাজারো হাজারো ভক্তদের পূণ্যস্নান। ছবি নিজস্ব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক উপার্জনকারী ভারতীয়-মার্কিনরা: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয়-মার্কিনরা বড় জাতিগত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সর্বাধিক উপার্জনকারী হিসেবে শীর্ষে রয়েছে বলে একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

পিউ রিসার্চ সেন্টার-এর তথ্য উদ্ধৃত করে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতীয়-মার্কিন পরিবারগুলির গড় বা মধ্যম বার্ষিক আয় প্রায় ১,৫১,২০০ মার্কিন ডলার, যা মার্কিন গড় আয় (প্রায় ৮৩,৭০০ ডলার)-এর তুলনায় অনেকটাই বেশি। অর্থাৎ, সাধারণ মার্কিন পরিবারের তুলনায় প্রায় ৬৭,০০০ ডলার বা প্রায় ৮০ শতাংশ বেশি আয় করে ভারতীয়-মার্কিন পরিবারগুলি।

প্রায় ৪৮ লক্ষ ভারতীয়-মার্কিন নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.৪ শতাংশ হলেও, তাদের অর্থনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে পেশাদার, প্রযুক্তিগত ও বিশেষায়িত ক্ষেত্রে তাদের উচ্চ উপস্থিতিই এই সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্যান্য উচ্চ আয়কারী এশীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও ভারতীয়-মার্কিনরা এগিয়ে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা তাইওয়ানিজ-মার্কিন পরিবারগুলির গড় আয় প্রায় ১,৩৩,৩০০ ডলার, যা ভারতীয়-মার্কিনদের তুলনায় প্রায় ১৭,৯০০ ডলার কম।

সব এশীয়-মার্কিন পরিবারের সম্মিলিত গড় আয় প্রায় ১,০৫,৬০০ ডলার, যা ভারতীয়-মার্কিনদের তুলনায় যথেষ্ট কম বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

উচ্চ আয়ের ফলে মার্কিন ফেডারেল রাজস্বেও ভারতীয়-মার্কিনদের অবদান উল্লেখযোগ্যমোট করের প্রায় ৬ শতাংশ তারা প্রদান করে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি এলন মাস্ক মন্তব্য করেছেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি পূরণে বিশ্বজুড়ে প্রতিভার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

এদিকে, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনাও অব্যাহত রয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে জানা গেছে।

দিল্লিতে দুই অস্ত্র পাচারকারী গ্রেফতার, উদ্ধার ৩ পিস্তল ও ২৫ কার্তুজ

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: রাজধানীর উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে অবৈধ অস্ত্র পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল ও ২৫টি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় উত্তর-পূর্ব জেলার স্পেশাল স্টাফ। ওই এলাকায় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি সরবরাহ চক্র নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই নজরদারি চালানো হচ্ছিল।

১২ মার্চ একটি সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ঝিল পার্ক-এর কাছে ফাঁদ পাতে পুলিশ। অভিযানে ধরা পড়ে মহম্মদ সুহেল (২০), যার বাড়ি নিউ সীলমপুর এলাকায়। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে দুটি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল ও ২০টি কার্তুজ উদ্ধার হয়।

এরপর স্বাগতম থানায় অস্ত্র আইনের ২৫, ৫৪ ও ৫৯ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সুহেল অবৈধ অস্ত্র পাচার চক্রে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করে এবং আরও এক সহযোগীর নাম জানায়।

তারই ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার করে আসান ওরফে আহসান (২৮)-কে, যার বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলার খুরজা এলাকার মোহল্লা বারাদরিতে। তার দেখানো মতে আরও একটি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল ও ৫টি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, আহসানের বিরুদ্ধে এর আগেও অস্ত্র আইনে মামলা ছিল।

এই অস্ত্রগুলি কোথা থেকে আসছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ওড়িশার রেশ না কাটতেই ফের তিরুবনন্তপুরমের সরকারি মেডিকেল কলেজে আগুন

তিরুবন্তপুরম, ১৭ মার্চ: ওড়িশার কটকের পর এবার দক্ষিণের তিরুবন্তপুরমের সরকারি মেডিকেল কলেজে আগুন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার হাসপাতালটির সার্জিক্যাল আইসিইউতে একটি ভেন্টিলেটরে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। তরিঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলবাহিনীকে। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় দমকলের ইঞ্জিন। প্রথম তলায় অবস্থিত সার্জিক্যাল আইসিইউ থেকে রোগীদের অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আতঙ্কের সৃষ্টি হয় রোগী, রোগী পরিবার ও হাসপাতাল কর্মীদের মধ্যে। কিন্তু কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। সবাই নিরাপদেই আছে বলে জানানো হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে।রোগীদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে প্রচুর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। দৌড়াদৌড়ি শুরু হয় হাসপাতালজুড়ে। দমকলকর্মীদের ততরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার খবর পেতেই সেখানে পৌঁছান তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশনের মেয়র ভি ভি রাজেশ। তিনি জানান, ''হাসপাতালের সমস্ত ভেন্টিলেটর পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং সবাই নিরাপদে আছেন''। দমকলকর্মীরা জানান, ''ঘটনাস্থলে ধোঁয়া ছিল। তাই প্রথমেই বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়।পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়''।

রাজভবনের গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদ দ্রুত পূরণের উদ্যোগ, নবান্নকে চিঠি রাজ্যপালের

কলকাতা, ১৭ মার্চ: শপথ নেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই প্রশাসনিক কাজকর্মে গতি আনতে সক্রিয় হলেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল আর.এন. রবি। রাজভবনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদ দ্রুত পূরণের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্ন-এ ইমেল পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

রাজভবন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি পড়ে থাকায় প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। সেই কারণে দ্রুত এই পদগুলি পূরণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষ করে রাজ্যপালের সচিব পদে একজন আইএএস আধিকারিক নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি স্পেশাল সেক্রেটারি পদে একজন প্রমোটেড আইএএস অফিসার, দুইজন জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি পদের জন্য তিনজন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকের একটি প্যানেল চাওয়া হয়েছে, যেখান থেকে একজনকে বেছে নেওয়া হবে।

সব মিলিয়ে মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রশাসনের একাংশের মতে, নবান্ন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে এবং খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। রাজভবনের এক আধিকারিক মঙ্গলবার জানান, গত সপ্তাহেই রাজ্য সরকারের কাছে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং চলতি সপ্তাহের মধ্যেই নামের তালিকা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে রাজভবনের প্রশাসনিক কাঠামোয় এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দ বোস তাঁর প্রধান সচিবের পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

এরপর দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যপালের সচিব পদটি শূন্য ছিল। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, প্রাক্তন রাজ্যপাল নতুন করে কাউকে ওই পদে নিয়োগে আগ্রহী ছিলেন না। ফলে প্রায় তিন বছর সচিব ছাড়াই রাজভবনের কাজ চলেছে, যা প্রশাসনিক দক্ষতায় প্রভাব ফেলেছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

এই পরিস্থিতিতে নতুন রাজ্যপালের এই উদ্যোগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। তাঁদের মতে, শূন্যপদ পূরণ হলে রাজভবনের কাজকর্মে গতি আসবে এবং নবান্নের সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার হবে।

মিজোরামে রেল সম্প্রসারণে কালাদান প্রকল্পের সংযোগ, উত্তর-পূর্বে বাড়বে যোগাযোগ: রাজ্যপাল

আইজল, ১৭ মার্চ: ভি. কে. সিং (অব.) মঙ্গলবার জানিয়েছেন, মিজোরামে চলমান রেল প্রকল্পকে দক্ষিণ মিজোরাম পর্যন্ত সম্প্রসারণ করে মিয়ানমারের কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট পরিবহন প্রকল্প-এর সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসবে বলে তিনি আশাবাদী।সমসাময়িক চীন অধ্যয়ন কেন্দ্র (সিসিসিএস)-এর এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। এই সংস্থা বিদেশ মন্ত্রকের অধীন একটি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক, যা চীন সংক্রান্ত গবেষণা ও নীতিগত পরামর্শ প্রদান করে।

রাজ্যপাল বলেন, মিজোরাম একটি শান্তিপূর্ণ ও সুসংগঠিত রাজ্য, যেখানে বড় ধরনের আন্তঃগোষ্ঠী সংঘাত নেই এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে।তিনি উল্লেখ করেন, দেশের রেল মানচিত্রে প্রথমবারের মতো আইজলের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বৈরাবি-সাইরাং ৫১.৩৮ কিলোমিটার রেলপথটি গত বছর ১৩ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।উন্নয়নমূলক উদ্যোগের প্রসঙ্গে তিনি প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচি-এর কথা উল্লেখ করেন, যা সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করছে।মিজোরামের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্যপাল জানান, রাজ্যটি মূলত কৃষিনির্ভর এবং বর্তমানে রাজস্ব ঘাটতির সম্মুখীন হলেও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক অগ্রগতির পথে এগোচ্ছে।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সিসিসিএস-এর যুগ্মসচিব অপর্ণা রায়-এর নেতৃত্বে একটি ১২ সদস্যের দল ৯ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করছে। তাদের লক্ষ্য ভারত-মিয়ানমার সীমান্তের বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা এবং স্থানীয় প্রশাসনের মতামত সংগ্রহ করা।উল্লেখ্য, মিজোরামের সঙ্গে মিয়ানমারের ৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ৩১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পার্বত্য সীমান্ত রয়েছে।

নেপালে সেপ্টেম্বরের হিংসা তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশে অনিশ্চয়তা, নতুন সরকার গঠনের পর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য

নয়াদিল্লি/কাঠমাণ্ডু, ১৭ মার্চ: নেপালে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের হিংসাত্মক ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হতে পারে।

প্রাক্তন বিচারপতি গৌরী বাহাদুর কার্কি-র নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশন ইতিমধ্যেই ৮ মার্চ অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বর্তমানে দেশটির অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি-র নেতৃত্বে সরকার চলছে।

এই রিপোর্ট প্রকাশের দাবিতে নেপালের তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে 'জেন-জি' আন্দোলনের কর্মীরা লাগাতার বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। রাজধানী কাঠমাণ্ডুর মৈতিঘর মণ্ডলা এলাকায় প্রতিদিনই প্রতিবাদ কর্মসূচি দেখা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় পুলিশের দমন-পীড়ন, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে ২১ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় এই তদন্ত কমিশন। নির্ধারিত সময়ে রিপোর্ট জমা দিতে না পারায় কমিশনের মেয়াদ একাধিকবার বাড়ানো হয়।

সরকারি মহলের দাবি, রিপোর্টটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় জড়িত থাকায় তাড়াহুড়ো করে তা প্রকাশ করা হচ্ছে না। তবে সমালোচকদের মতে, এটি সরকারের জবাবদিহিতা এড়ানোর কৌশল।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি) ক্ষমতায় এসেছে এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বালেন্দ্র শাহ নতুন নেতৃত্বের মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন। নতুন সরকার শীঘ্রই দায়িত্ব নিলে এই রিপোর্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

অভিযোগ, রিপোর্টে শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অনুমোদনের বিষয় উঠে এসেছে। ফলে রিপোর্ট প্রকাশ পেলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে মানবাধিকার সংগঠনগুলিও রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। তাদের মতে, রিপোর্ট গোপন রাখা হলে নেপালের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রসঙ্গত, এই রিপোর্ট এখন শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক নথি নয়, বরং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্নে নেপালের জনগণের কাছে এক বড় পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে।

মাদকমুক্ত ভারত গড়ার অঙ্গীকারে এনসিবিকে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংস্থার কর্মীদের শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক বার্তায় তিনি এনসিবির ভূমিকার প্রশংসা করেন।বার্তায় তিনি বলেন, "এনসিবির প্রতিষ্ঠা দিবসে সকল কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। দেশের যুবসমাজকে মাদকের কবল থেকে রক্ষা করতে নিবেদিত এই সংস্থা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র মাদকমুক্ত ভারতের স্বপ্নকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমকে কুর্নিশ জানায় দেশ।''এনসিবি-ও তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানায়, "৪১ বছর ধরে অবিচল প্রতিশ্রুতি নিয়ে মাদক চক্র ভেঙে দেওয়া, সমাজকে সুরক্ষিত রাখা এবং মাদকমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে সংস্থা।"

এর আগে চলতি সপ্তাহে, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ৬৯তম জাতিসংঘ কমিশন অন নারকোটিক ড্রাগস-এর বৈঠকের পার্শে এনসিবির ডিজি অনুরাগ গর্গ ও মার্কিন ওএনডিসি-র ডিরেক্টর সারা কার্টার বৈঠক করেন। সেখানে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে মাদকবিরোধী লড়াইয়ে কার্যকর তথ্য আদান-প্রদানের উপর জোর দেওয়া হয়।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্তের জন্য রিয়েল-টাইম তথ্য বিনিময় নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনসিবি। আগামী এপ্রিল ২০২৬-এ ইউএস-ইন্ডিয়া কাউন্টার নারকোটিক্স ওয়ার্কিং গ্রুপের পিলার-৩ বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

এনসিবির ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর কলেজে একটি যুব সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা এবং মাদকবিরোধী আন্দোলনে যুবসমাজের অংশগ্রহণ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষকে একত্রিত করে মাদকমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রদ্যুত বরদলৈ বিজেপিতে এলে 'যথাযথ সম্মান', ইঙ্গিত অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৭ মার্চ: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মঙ্গলবার জানিয়েছেন, কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদোলোই যদি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দেন, তবে তাঁকে "যথাযথ সম্মান" দেওয়া হবে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহেই এই মন্তব্য করেছেন তিনি।

দিল্লিতে বিজেপির নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "প্রদ্যুত বরদলৈ বিজেপিতে এলে তাঁকে সম্মান দেওয়া হবে। এমনকি তিনি যোগ দিলে তাঁকে বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার বিষয়েও ভাবা হবে।" একই সঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যে সংগঠন শক্তিশালী করতে আগ্রহী নেতাদের জন্য দল উন্মুক্ত। এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপট হিসেবে উঠে এসেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর অভ্যন্তরীণ অশান্তি। সূত্রের খবর, বরদলৈ সম্প্রতি দলীয় হাইকম্যান্ডকে চিঠি লিখে রাজ্য সংগঠনের কার্যপ্রণালী নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় তাঁর গাড়িবহরে হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত ইমদাদুল ইসলামকে নাকি রক্ষা করছেন লাহরিঘাটের বিধায়ক আসিফ নজর। এছাড়াও, অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ-এর বিরুদ্ধে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগও তোলেন বরদলৈ।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন ও সমন্বয়েই জোর

জয়পুর/নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: ভজন লাল শর্মা মঙ্গলবার দিল্লি সফরে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যের উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় জোরদারের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে সাক্ষাৎ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র সঙ্গে। সেখানে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং চলমান উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত প্রচেষ্টায় রাজস্থান উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে।

এরপর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা-র সঙ্গে বৈঠকে স্বাস্থ্য পরিষেবা শক্তিশালী করা, মেডিক্যাল অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-র সঙ্গে বৈঠকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অবকাঠামো সম্প্রসারণের উপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি 'বিকশিত রাজস্থান' গড়ে তুলতে কেন্দ্রের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

জল শক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিল-এর সঙ্গে বৈঠকে রাম জল সেতু লিঙ্ক প্রকল্প এবং জল জীবন মিশন-এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যন্ত এলাকাসহ রাজ্যের সর্বত্র নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী-র সঙ্গে জনবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, ভোক্তা সুরক্ষা এবং নবায়নযোগ্য শক্তি প্রসারের বিষয়েও কথা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-এর সঙ্গে বৈঠকে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা প্রসার এবং কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ''শিক্ষিত রাজ্য, উন্নত রাজ্য'' গঠনের লক্ষ্য তুলে ধরেন।

এছাড়াও বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি. এল. সন্তোষ-এর সঙ্গে দলীয় সংগঠন মজবুত করা নিয়েও আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ডাবল ইঞ্জিন সরকার"-এর আওতায় কেন্দ্র-রাজ্যের শক্তিশালী সমন্বয়ের ফলে রাজস্থান উন্নয়ন, প্রশাসন ও জনকল্যাণে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। কেন্দ্রের অব্যাহত সহযোগিতায় প্রকল্পগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং সাধারণ মানুষ তার সুফল পাবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দুঃখপ্রকাশের পর লোকসভায় কংগ্রেসের ৮ সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: লোকসভায় কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দুঃখপ্রকাশের পর আটজন বিরোধী সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হয়েছে। মঙ্গলবার কিরেন রিজিজু, কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী, এই মর্মে প্রস্তাব আনেন এবং তা গৃহীত হয়।

সাসপেন্ড হওয়া সাংসদরা হলেনঅমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং, মানিকাম টেগোর, গুরজিত সিং অউজলা, হিবি ইডেন, সি. কিরণ কুমার রেড্ডি, প্রশান্ত ইয়াদোরাও পাদোল, এস. ভেঙ্কটেশ এবং ডিন কুরিয়াকোসযাঁরা সবাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর সদস্য।

উল্লেখ্য, গত ৩ ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, সংসদের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটানো এবং চেয়ারের দিকে কাগজ ছোড়ার মতো আচরণ করেছিলেন তাঁরা।

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে যখন কংগ্রেসের চিফ হুইপ কে. সুরেশ সংসদে কিছু সদস্যের আচরণের জন্য "অনিচ্ছাকৃত ভুল" বলে দুঃখপ্রকাশ করেন।

এরপরই রিজিজু লোকসভায় সাসপেনশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব আনেন, যা সমর্থন করেন সমাজবাদী পার্টি-এর ধর্মেন্দ্র যাদব এবং জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দল (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী)-এর সুপ্রিয়া সুলে।

রিজিজু বলেন, সংসদের সুষ্ঠু কার্যক্রম বজায় রাখতে নিয়ম-কানুন মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। তিনি "লক্ষ্মণরেখা" বজায় রাখার উপর জোর দেন, যাতে সংসদের কাজ নির্বিঘ্নে চলতে পারে।

ভয়েস ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর আট সাংসদের সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয় এবং তাঁরা পুনরায় বাজেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সাসপেনশন প্রত্যাহারের পর ওই সাংসদরা সংসদ চত্বরে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী-কে শ্রদ্ধা জানান।

কাংশীরামকে ভারতরত্ন দাবিতে কংগ্রেস-এসপির 'ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি', অভিযোগ মায়াবতীর

লখনউ, ১৭ মার্চ: বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী মঙ্গলবার কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে কাংশীরামের উত্তরাধিকারকে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছেন।

তিনি বলেন, যেসব দল ক্ষমতায় থাকাকালীন কাঁশি রাম-কে উপেক্ষা করেছিল, তারাই এখন আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর জন্মজয়ন্তী পালনের দাবি ও তাঁকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার কথা বলছে। মায়াবতীর কথায়, এই পদক্ষেপ "সুযোগসন্ধানী" ও "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত"।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ করা এক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, সমাজবাদী পার্টি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-সহ একাধিক দল বিএসপি প্রতিষ্ঠাতার ভাবমূর্তিকে নিজেদের নির্বাচনী স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। কংগ্রেসকে নিশানা করে মায়াবতী বলেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা কাংশীরামকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান দেয়নি, অথচ এখন অন্য সরকারের কাছে সেই দাবি তুলছে।

তিনি আরও দাবি করেন, বিএসপিকে দুর্বল করার জন্য কংগ্রেস ও এসপি দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছে, কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হবে না। নিজেকে কাংশীরামের রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, দলের আদর্শ ও সংগঠনকে শক্তিশালী রাখার কাজ চালিয়ে যাবেন।

মায়াবতীর অভিযোগ, বিরোধী দলগুলির নিজেদের নেতাদের প্রভাব কমে যাওয়ায় তারা এখন বিএসপির আইকনদের উত্তরাধিকার তুলে ধরে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইছে। তিনি আরও বলেন, বিএসপি শাসনকালে কাংশীরামের সম্মানে নেওয়া বহু উদ্যোগ পরবর্তী এসপি সরকারগুলি খর্ব বা বাতিল করেছে। কাংশীরামের লেখা বই চামচ যুগ উল্লেখ করে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির 'চামচা রাজনীতি'রও সমালোচনা করেন।

এদিকে এই বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে, যখন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব কাংশীরামকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি জানান। তাঁর মতে, কাংশীরাম ছিলেন সমাজ ন্যায়ের এক রূপান্তরমূলক নেতা। এর আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-ও একই দাবি তুলে তাঁকে 'বহুজন চেতনার পথপ্রদর্শক' হিসেবে উল্লেখ করে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার আহ্বান জানান।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

কাঁচা সবজির স্যালাড খাচ্ছেন? শরীরে কী কী ঘটছে জানেন তো?

পুষ্টিবিদের মতে, কাঁচা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও পুষ্টি থাকলেও তা হজম করা শরীরের পক্ষে বেশ কঠিন। সবজির কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি, যা এক ধরনের অদ্রবণীয় ফাইবার। আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্রকে এই সেলুলোজ ভাঙতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। আর ঠিক সেই কারণে যাদের হজমশক্তি কিছুটা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এই কাঁচা সবজি হিতে বিপরীত ঘটায়।

ডায়েট মানেই এক বাটি কাঁচা সবজির স্যালাড এমন ধারণা অনেকেরই। ওজন কমাতে হোক বা ফাইবার বাড়াতে, শসা, গাজর বা টমেটোর কুচিকেই মহৌষধ মনে করছেন? কিন্তু আপনার শরীরের জন্য এই 'স্বাস্থ্যকর' অভ্যাসটিই কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তো? সম্প্রতি পুষ্টিবিদ নেহা রাঙ্গলানি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করেছেন, কাঁচা স্যালাড সবার জন্য আশীর্বাদ নয়, বরং অনেকের ক্ষেত্রে এটি বিপদের কারণ হতে পারে।

কেন কাঁচা সবজি হজমে সমস্যা করে? পুষ্টিবিদের মতে, কাঁচা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও পুষ্টি থাকলেও তা হজম করা শরীরের পক্ষে বেশ কঠিন। সবজির কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি, যা এক ধরনের অদ্রবণীয় ফাইবার। আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্রকে এই সেলুলোজ ভাঙতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। আর ঠিক সেই কারণে যাদের হজমশক্তি কিছুটা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এই কাঁচা সবজি হিতে বিপরীত ঘটায়। গবেষণা বলছে, কাঁচা সবজি অনেক সময় অন্ত্রে গিয়ে ফারমেন্টেশন বা গাঁজন প্রক্রিয়া শুরু করে। এর ফলে পেটে গ্যাস, পেট ভার হয়ে থাকা এবং অস্বস্তির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। বিশেষ করে যারা আইবিএস বা এসআইবিও-র মতো সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য কাঁচা স্যালাড যন্ত্রণার কারণ হতে পারে।

অনেকেই মনে করেন মেয়োনিজ বা অলিভ অয়েলের ড্রেসিং দিলে বোধহয় স্যালাড ভালো হজম হয়। কিন্তু আসল সত্যিটা উল্টো। যদি আপনার পিত্তরসের প্রবাহ ঠিকঠাক না থাকে, তবে এই ভারী ড্রেসিং হজম প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেয়। ফলে পেট ফাঁপার সমস্যা আরও বেড়ে যায়।

কী বলছেন পুষ্টিবিদরা? কাঁচা খাওয়ার চেয়ে সবজি হালকা ভাপিয়ে বা সেঁকে খাওয়া অনেক বেশি নিরাপদ। এর কারণ হল: রান্না করলে সবজির শক্ত তন্তু বা ফাইবার ভেঙে যায়, যা হজমে সাহায্য করে। হালকা রান্না করা সবজি থেকে খনিজ শোষণ করা শরীরের পক্ষে সহজ হয়।

পাকস্থলীকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না। স্যালাড খাওয়ার সঠিক উপায় কাঁচা স্যালাড ছাড়া কী আপনার একেবারেই চলে না? তাহলে খান এভাবে সবজিগুলো খুব ছোট ছোট করে কাটুন এবং অনেকটা সময় নিয়ে চিবিয়ে খান। হজমের সুবিধার জন্য লেবুর রস বা আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে নিতে পারেন। রাতে কখনওই কাঁচা স্যালাড খাবেন না। সবজিগুলো হালকা স্টিম বা স্টার-ফ্রাই করে নিন। মনে রাখবেন, সব খাবার সবার শরীরের জন্য এক নয়। তাই ডায়েট করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

লাঞ্চের জন্য বানিয়ে নিন দারুণ স্বাদের 'ওয়ান পট' মেক্সিকান রাইস

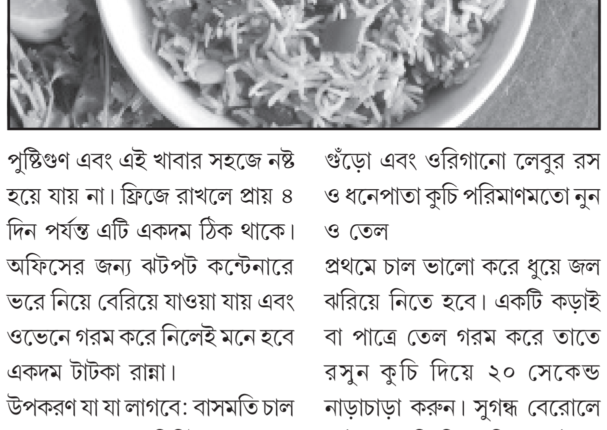

এই রান্নার সবচেয়ে বড় গুণ হল এর পুষ্টিগুণ এবং এই খাবার সহজে নষ্ট হয়ে যায় না। ফ্রিজে রাখলে প্রায় ৪ দিন পর্যন্ত এটি একদম ঠিক থাকে। অফিসের জন্য ঝটপট কন্টেনারে ভরে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় এবং ওভেনে গরম করে নিলেই মনে হবে একদম টাটকা রান্না।

সারা সপ্তাহের কাজের চাপে অনেক সময় নিজের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দেওয়ার সময়ই হয় না অনেকের। বিশেষ করে অফিসের লাঞ্চে রোজ সেই একঘেয়ে খাবার খেতে কারই বা ভালো লাগে? তাই ছুটির দিনে যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে রান্না করে রাখতে পারেন, তবে গোটা সপ্তাহটা বেশ নিশ্চিন্তে কাটবে। আর এই মুশকিল আসান করতে পারে 'মেক্সিকান ফিয়েস্তা রাইস'। একটি মাত্র পাত্রেই তৈরি হয়ে যায় এই পদ, তাই বাসন মাজার ঝক্কিও নেই আর স্বাদও একেবারে রেস্তোরাঁর মতো।

কেন এই রেসিপি সেরা? এই রান্নার সবচেয়ে বড় গুণ হল এর পুষ্টিগুণ এবং এই খাবার সহজে নষ্ট হয়ে যায় না। ফ্রিজে রাখলে প্রায় ৪ দিন পর্যন্ত এটি একদম ঠিক থাকে। অফিসের জন্য ঝটপট কন্টেনারে ভরে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় এবং ওভেনে গরম করে নিলেই মনে হবে একদম টাটকা রান্না।

উপকরণ যা যা লাগবে: বাসমতি চাল (১ কাপ — ২০ মিনিট ভেজানো) রসুন কুচি (৩-৪ কোয়া) ও ছোট পেঁয়াজ কুচি (১টি) ক্যাপসিকাম ও ভুট্টার দানা (আধ কাপ করে) সেদ্ধ করা রাজমা বা ব্ল্যাক বিনস (আধ কাপ) টমেটো পিউরি (১ কাপ) সবজি সেদ্ধ জল বা ভেজিটেবল স্টক (দেড় কাপ) জিরো গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং ওরিগানো লেবুর রস ও ধনেপাতা কুচি পরিমাণমতো নুন ও তেল

প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। একটি কড়াই বা পাত্রে তেল গরম করে তাতে রসুন কুচি দিয়ে ২০ সেকেন্ড নাড়াচাড়া করুন। সুগন্ধ বেরোলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিন। পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে তাতে ক্যাপসিকাম, ভুট্টা এবং রাজমা মিশিয়ে মিনিট দুয়েক ভাজতে হবে। সবজির রঙ যখন উজ্জ্বল হয়ে আসবে, তখন জল ঝরানো চাল দিয়ে দিন। চালটা হালকা ভাজা হলে এক অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ বেরোবে।

নিত্যদিনের ৫ জিনিস যা নিয়মিত না পাল্টালে বিপদ

বাসন মাজা স্পঞ্জ দেখতে পরিষ্কার হলেও ভিতরে জমে থাকতে পারে অসংখ্য জীবাণু। জার্মানির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যবহৃত স্পঞ্জে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধতে পারে। তাই সপ্তাহে অন্তত একবার বদলানো বা গরম জলে জীবাণুমুক্ত করা জরুরি।

প্রতিদিন ব্যবহার করছেন। হাতের কাছেই থাকে। কিন্তু শেষ কবে বদলেছেন- সেটা কি মনে আছে? দামি জিনিস যত্নে রাখেন সকলেই, অথচ ছোট ছোট নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বছরের পর বছর ব্যবহার করেন। আর সেখানেই লুকিয়ে থাকে জীবাণু এমনকী, বড়সড় শারীরিক ঝুঁকিও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘরের কয়েকটি সাধারণ জিনিস সময় মতো না বদলালে তা সরাসরি স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কী কী বদলাবেন?

টুথব্রাশ - দাঁত মাজার ব্রাশ তিন মাসের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয় এ কথা বহুদিন ধরেই বলে আসছে দন্তচিকিৎসকরা। আমেরিকার ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তিন মাস পর ব্রাশের রোঁয়া নরম হয়ে যায়, পরিষ্কার করার ক্ষমতা কমে। পাশাপাশি ভেজা থাকায় জীবাণু জমার আশঙ্কাও বাড়ে। সর্দি-কাশি হলে তো সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশ বদলানোই ভালো। রান্নাঘরের স্পঞ্জ - বাসন মাজা স্পঞ্জ দেখতে পরিষ্কার হলেও ভিতরে জমে থাকতে পারে অসংখ্য জীবাণু। জার্মানির একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ব্যবহৃত স্পঞ্জে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধতে পারে। তাই সপ্তাহে অন্তত একবার বদলানো বা গরম জলে জীবাণুমুক্ত করা জরুরি। বালিশ - একই বালিশ পাঁচ-ছয় বছর ধরে ব্যবহার করছেন? তাহলে সতর্ক হোন আজই। সময়ের সঙ্গে বালিশে জমে ধুলো, মৃত ত্বক আর ডাস্ট মাইট। এতে অ্যালার্জি, ঘাড়ে ব্যথা বা ঘুমের সমস্যা বাড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেড় থেকে দুই বছর অন্তর বালিশ বদলানো উচিত। রেজর - একটি ব্লেড বা রেজর বারবার ব্যবহার করলে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তিন থেকে পাঁচবার ব্যবহারের পর ব্লেড বদলানোই নিরাপদ। বিশেষ করে ভেজা বাথরুমে রেখে দিলে মরচে পড়ে ব্যাকটেরিয়া বাড়তে পারে।

জুতো প্রিয় জুতো ফেলে দিতে মন চায় না, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রতিদিন ব্যবহার করা জুতো ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে বদলানো ভালো। পুরনো জুতোর সোল ক্ষয়ে গেলে হাঁটার ভঙ্গি বদলে যায়, ফলে হাঁটু বা কোমরে ব্যথা বাড়তে পারে।

শিশুর গলায় খাবার আটকে গেলে কী করবেন? আতঙ্ক নয়, সঠিক পদ্ধতি জানুন

তবে প্রথমে বুঝবেন কী করে? যদি শিশু কাশতে থাকে, কাঁদতে পারে, শব্দ বেরোয়- তবে পুরোপুরি শ্বাসনালি বন্ধ হয়নি। সে ক্ষেত্রে আতঙ্কিত হয়ে মুখে হাত ঢোকাবেন না। এতে খাবার আরও ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। বরং শিশুকে কাশতে দিন। কাশি অনেক সময় নিজেই সমস্যার সমাধান করে।

এক মুহূর্ত আগেও হাসছিল, খেলা করছিল। হঠাৎই খাওয়ার সময় মুখটা লাল হয়ে উঠল, শব্দ বন্ধবাচ্চার গলায় যেন কিছু আটকে গিয়েছে! বাড়ির ভিতর তখন আতঙ্কের ঝড়। এই ঘটনার সম্মুখীন হন অনেকেই। এই কয়েক সেকেন্ডেই অনেক সময় ভুল ঢোকাবেন না। এতে খাবার আরও ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। বরং শিশুকে কাশতে দিন। কাশি অনেক সময় নিজেই সমস্যার সমাধান করে।

কিন্তু যদি শিশুর মুখ নীলচে হয়ে যায়, শব্দ না বেরোয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়- তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে এক বছরের কম বয়সি শিশুকে উপুড় করে আপনার কাঁধ বা উরুর উপর রাখুন, মাথা একটু নীচের দিকে। পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় হাতের তালু দিয়ে পাঁচ বার দৃঢ়ভাবে চাপড় দিন। কাজ না হলে শিশুকে চিত করে বুকে দু'আঙুল দিয়ে পাঁচ বার চাপ দিন। এই পদ্ধতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও শিশুস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের

সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন বড়রা। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক পদক্ষেপ নিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব।

শিশুর গলায় খাবার আটকে যাওয়াকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'চোকিং'। শিশু বিশেষজ্ঞদের মতে, ছ'মাস থেকে তিন বছর- এই সময়টাতেই ঝুঁকি বেশি। কারণ, দাঁত পুরো গজায় না, গিলতে শেখার প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হয় না। ভারতীয় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের সংগঠনগুলির পরামর্শ অনুযায়ী, শক্ত, গোল বা পিচ্ছিল খাবার-যেমন আঙুর, বাদাম, শক্ত বিস্কুট- এই বয়সে সাবধানে দিতে হবে।

তবে প্রথমে বুঝবেন কী করে? যদি শিশু কাশতে থাকে, কাঁদতে পারে, শব্দ বেরোয়- তবে পুরোপুরি শ্বাসনালি বন্ধ হয়নি। সে ক্ষেত্রে আতঙ্কিত হয়ে মুখে হাত প্রশিক্ষণে শেখানো হয়। এক বছরের বেশি বয়সের বাচ্চা হলে 'হাইমলিক পদ্ধতি' প্রয়োগ করা যায়- যদিও তা সঠিকভাবে না শিখে একেবারেই প্রয়োগ করবেন না। ভুলভাবে করলে আঘাতের আশঙ্কা থাকে। তাই অনেক বিশেষজ্ঞই অভিভাবকদের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেন।

আরও একটি বড় ভুল হল আঙুল বা চামচ দিয়ে খাবার বের করতে যাওয়া। চোখে না দেখলে কখনওই মুখে হাত দেবেন না। এতে শ্বাসনালি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এমন পরিস্থিতিতে শিশুকে একা ছেড়ে দেবেন না। খাওয়ানোর সময় বসিয়ে রাখুন, দৌড়তে দৌড়তে বা খেলতে খেলতে খাবার দেবেন না। খাবার ছোট ছোট টুকরো করে দিন।

গ্যাসে কষ্ট? রসুনের আচারেই মিলতে পারে আরাম

রসুনের আচারের উপকারিতা এখানেই শেষ নয়। এতে ব্যবহৃত জিরে, মেথি ও সর্ষের মতো মশলা হজমশক্তি বাড়ায়। পেটের গ্যাস, অম্বল ও হালকা পেটব্যথা কমাতেও কার্যকর হতে পারে।

আয়ুর্বেদের মতে, রসুন শরীরের 'উষ্ণতা' বাড়িয়ে সর্দি-কাশির ঝুঁকি কমায়।

পেটটা কি মাঝেমধ্যেই ফুলে থাকে? খাওয়ার পর অস্বস্তি, ঢেকুর, অম্বলএই সমস্যায় অনেকেই নাজেহাল। ওষুধ খেয়ে সাময়িক স্বস্তি মিললেও ঝামেলা আবার ফিরে আসে। অথচ সমাধানটা হয়ত আপনার রান্নাঘরেই আছে। গরম ভাতে সামান্য ঘি আর একচামচ রসুনের আচারএই সহজ সংযোজনেই আপনার হজমের সমস্যার সমাধান হতে পারে। আচার শুধু রুচি বাড়ায় না, অনেক সময় শরীরেরও উপকার করে। রসুনের আচার তার মধ্যে অন্যতম।

পুষ্টিবিদদের মতে, রসুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত ও মাপমতো রসুন খেলে কোলেস্টেরল কমে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

রসুনের আচারের উপকারিতা এখানেই শেষ নয়। এতে ব্যবহৃত জিরে, মেথি ও সর্ষের মতো মশলা হজমশক্তি বাড়ায়। পেটের গ্যাস, অম্বল ও হালকা পেটব্যথা কমাতেও কার্যকর হতে পারে।

আয়ুর্বেদের মতে, রসুন শরীরের 'উষ্ণতা' বাড়িয়ে সর্দি-কাশির ঝুঁকি কমায়।

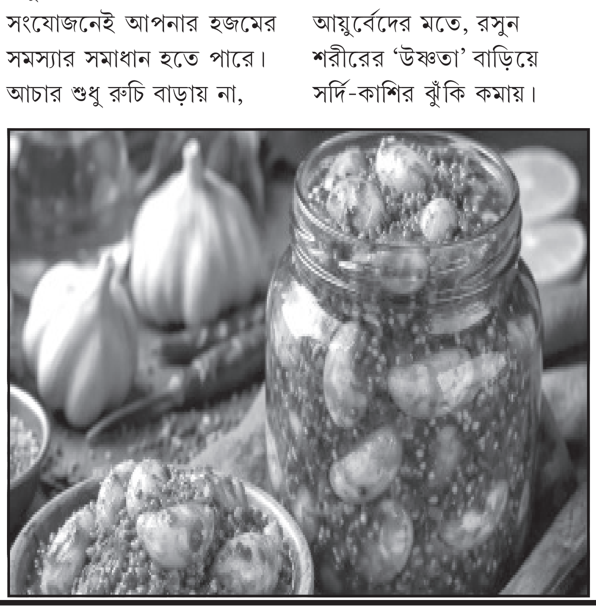

বাস্তুশাস্ত্রে ফ্রিজ রাখার জন্য সবথেকে প্রশস্ত দিক হলো আগ্নেয় কোণ

বাস্তুশাস্ত্রে ফ্রিজ রাখার জন্য সবথেকে প্রশস্ত দিক হলো আগ্নেয় কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিক। শাস্ত্র মতে, বিদ্যুৎচালিত যে কোনও সরঞ্জাম রাখার জন্য এই দিকটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এছাড়া যদি রান্নাঘরে জায়গা কম থাকে, তবে নৈঋত কোণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও ফ্রিজ রাখা যেতে পারে। মনে করা হয়, এই দুই দিকে ভারি সরঞ্জাম রাখলে পরিবারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

ঘর সাজানোর সময় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই নন্দনতত্ত্বকে গুরুত্ব দিই, কিন্তু বাস্তু নিয়মকে উপেক্ষা করি। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম বা ভারি আসবাবপত্রের জন্য নির্দিষ্ট কিছু দিক নির্ধারিত রয়েছে। ফ্রিজ যেহেতু একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং এটি ঠান্ডা ও গরম উভয় শক্তির আধার, তাই এর সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করা জরুরি। বাস্তুশাস্ত্রে ফ্রিজ রাখার জন্য সবথেকে প্রশস্ত দিক হলো আগ্নেয় কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিক। শাস্ত্র মতে, বিদ্যুৎচালিত যে কোনও সরঞ্জাম রাখার জন্য এই দিকটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এছাড়া যদি রান্নাঘরে জায়গা কম থাকে, তবে নৈঋত কোণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও ফ্রিজ রাখা যেতে পারে। মনে করা হয়, এই দুই দিকে ভারি সরঞ্জাম রাখলে পরিবারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

ভুল করেও উত্তর-পূর্ব কোণ অর্থাৎ ঈশান কোণ, উত্তর দিক বা সরাসরি পূর্ব দিকে ফ্রিজ রাখবেন না। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দিকগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এখানে ফ্রিজ রাখলে আর্থিক ক্ষতি বা শারীরিক অসুস্থতার যোগ তৈরি হতে পারে।

ফ্রিজ সংক্রান্ত কিছু জরুরি বাস্তু নিয়ম: দরজার অবস্থান: ফ্রিজটি এমনভাবে রাখুন যাতে এর দরজা খোলার সময় তা পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে।

উনুনের থেকে দূরত্ব: রান্নার গ্যাস বা উনুনের ঠিক পাশেই কখনও ফ্রিজ রাখবেন না। অগ্নি এবং শীতলতা এই দুই বিপরীত শক্তির সহাবস্থান বাস্তু মতে অশুভ।

পরিচ্ছন্নতা: ফ্রিজের ভেতরে কখনও পচা বা নষ্ট খাবার জমিয়ে রাখবেন না। এতে নেতিবাচক শক্তি বাড়ে। ফ্রিজ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যিক।

অতিরিক্ত বোঝা নয়: ফ্রিজের ভেতরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস ঠাসাঠাসি করে রাখবেন না। বায়ু চলাচলের জায়গা থাকলে তা ঘরের শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখে।

রান্নাঘরের এই ছোট ছোট পরিবর্তনই আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার করতে পারে। বাস্তু মেনে গুছিয়ে নিন আপনার প্রিয় হেঁশেলটি।

এবার এতে টমেটো পিউরি, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে আগে থেকে গরম করে রাখা ভেজিটেবল স্টক বা জল ঢেলে দিন। আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে ১৫ মিনিট রান্না হতে দিন। জল শুকিয়ে চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে আরও ৫ মিনিট দমে রাখুন। সবশেষে ওপর থেকে লেবুর রস আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি আপনার মেক্সিকান ফিয়েস্তা রাইস। পরিবেশনের সময় চাইলে সামান্য চিজ বা টক দই মিশিয়ে নিতে পারেন।

ফ্যাটি লিভার এখন ঘরে ঘরে কোন খাবার খেলে কমবে বিপদ?

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাটি লিভার মূলত জীবনযাত্রাজনিত সমস্যা। অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিনিযুক্ত পানীয়, দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ, ওবেসিটি, ডায়াবেটিস সব মিলিয়ে লিভারের কোষে ফ্যাট জমতে শুরু করে। প্রথম দিকে কোনও লক্ষণ থাকে না। কিন্তু সময়মতো নিয়ন্ত্রণ না করলে তা লিভারের প্রদাহ, ফাইব্রোসিস এমনকি সিরোসিসও হতে পারে। তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরের মোট ওজনের মাত্র ৭-১০ শতাংশ কমাতে পারলে লিভারের চর্বি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। অর্থাৎ সঠিক ডায়েট ও নিয়মিত ব্যায়ামই বড় হাতিয়ার।

লিভার আমাদের শরীরের 'সাইলেন্ট ওয়ার্কার'। দিনরাত কাজ করে যায়, কিন্তু ভীষণ ভাবে বিগড়ে না যাওয়া পর্যন্ত জানতেই দেয় না যে কিছু সমস্যা হয়ে আছে। আর সেই লিভারকেই এখন গ্রাস করছে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা। সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, বিষয়টা আর একেবারেই হালকা করে দেখলে হবে না।

অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারে ভুগছেন। অর্থাৎ মদ্যপান না করলেও লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমছে। আন্তর্জাতিক চিকিৎসা পত্রিকা The Lancet-এও দক্ষিণ এশিয়ায় এই রোগের দ্রুত বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাটি লিভার মূলত জীবন যাত্রাজনিত সমস্যা। অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিনিযুক্ত পানীয়, দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ, ওবেসিটি, ডায়াবেটিস সব মিলিয়ে লিভারের কোষে ফ্যাট জমতে শুরু করে। প্রথম দিকে কোনও লক্ষণ থাকে না। কিন্তু সময়মতো নিয়ন্ত্রণ না করলে তা লিভারের প্রদাহ, ফাইব্রোসিস এমনকি সিরোসিসও হতে পারে। তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরের মোট ওজনের মাত্র ৭-১০ শতাংশ কমাতে পারলে লিভারের চর্বি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। অর্থাৎ সঠিক ডায়েট ও নিয়মিত ব্যায়ামই বড় হাতিয়ার।

কোন ৫ খাবার রাখবেন রোজের তালিকায়?

সবুজ শাকসবজি— পালং, মেথি, ব্রকোলির মতো সবজি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এগুলো লিভারের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তাই খাদ্যতালিকায় এই সবজি রাখতে ভুলবেন না।

গ্রীন টি— এতে ক্যাটেচিন থাকে যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। নিয়মিত গ্রিন টি লিভারের জন্য উপকারী।

রসুন— কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রসুন লিভারের ফ্যাটের মাত্রা কমাতে সহায়ক। এতে থাকা সালফার যৌগ বিপাকক্রিয়া সক্রিয় রাখে।

বাদাম— আখরোট ও কাঠবাদামের মতো বাদামে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। এগুলো লিভারের জন্য ভালো।

হলুদ ও গোলমরিচ- হলুদের কারকিউমিন প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। গোলমরিচের সঙ্গে খেলে উপকার বেশি।

এর পাশাপাশি চিনিযুক্ত পানীয়, অতিরিক্ত ভাজাভুজি ও ট্রান্স ফ্যাট যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের। সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট দ্রুত হাঁটা এবং মাঝারি ব্যায়ামও জরুরি বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

নিয়মিত পরিষ্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিয়মিত ফ্রিজ পরিষ্কার করা। সপ্তাহে অন্তত একবার ভিতরের তাক ও ড্রয়ার মুছে নিন। মাসে একবার প্লাগ খুলে পুরোটা পরিষ্কার করলে আরও ভালো। আর গরম খাবার সরাসরি ফ্রিজে না রাখাই শ্রেয় এতে আর্দ্রতা বেড়ে গন্ধ তৈরি হয়। শুধু গন্ধ দূর করাই নয়, এই অভ্যাসগুলো ফ্রিজের আয়ুও বাড়ায়। তাই অকারণে টাকা খরচ না করে, আগে এই সহজ পদ্ধতিগুলোই ব্যবহার করে দেখুন। হয়ত কাল থেকেই ফ্রিজ খুললে আর নাক কুঁচকোতে হবে না!

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এখন নিরাপত্তার বদলে আর্থিক চাপের কারণ: রাঘব চাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা মঙ্গলবার সংসদের উচ্চকক্ষে ন্যূনতম ব্যালান্স না রাখার জন্য আরোপিত জরিমানার বিষয়টি তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই চার্জ বাতিলের দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের জরিমানা মূলত দরিদ্র ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের ওপরই বেশি প্রভাব ফেলছে।

রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চাড্ডা জানান, গত তিন বছরে ব্যাঙ্কগুলি ন্যূনতম ব্যালান্স বজায় না রাখার কারণে গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রায় ১৯,০০০ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এর মধ্যে সরকারি ব্যাঙ্কগুলি প্রায় ৮,০০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি প্রায় ১১,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।তিনি বলেন, "এই জরিমানা ধনী বা বড় ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে নেওয়া হয় না, বরং সিস্টেমের সবচেয়ে গরিব মানুষের কাছ থেকেই নেওয়া হয়।"চাড্ডা আরও বলেন, কৃষক, পেনশনভোগী এবং দিনমজুরদের মতো সাধারণ মানুষরা ন্যূনতম ব্যালান্স বজায় রাখতে না পারলেই জরিমানার শিকার হচ্ছেন। "কোনও কৃষক ব্যালান্স রাখতে পারলেন নাজরিমানা, পেনশনভোগী ওষুধ কেনার জন্য টাকা তুললেনজরিমানা, দিনমজুর কয়েকশো টাকা কম রাখলেনজরিমানা," বলেন তিনি।তাঁর মতে, এই ধরনের নিয়ম আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করছে এবং মানুষকে আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। "গরিব মানুষ ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন নিরাপত্তার জন্য, জরিমানা দেওয়ার জন্য নয়," তিনি মন্তব্য করেন।

চাড্ডা আরও অভিযোগ করেন, বারবার জরমানা আরোপের ফলে অনেক সময় অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স ঋণাত্মক হয়ে যায় এবং গ্রাহকদের জমার চেয়েও বেশি টাকা কেটে নেওয়া হয়।তিনি বলেন, "ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য, কিন্তু এখন অনেক ক্ষেত্রে তা আর্থিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

এই প্রেক্ষিতে, সংসদে তিনি প্রস্তাব দেন যে ন্যূনতম ব্যালান্স সংক্রান্ত জরিমানা সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া উচিত, যাতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দরিদ্র মানুষের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি না করে।

প্রতিবেশী দেশগুলির অতিরিক্ত জ্বালানি চাহিদা খতিয়ে দেখছে ভারত: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের জেরে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক রুটে বিঘ্ন ঘটায় জ্বালানি সংকটের আশঙ্কায় পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশ। এই পরিস্থিতিতে ভারত প্রতিবেশী দেশগুলির অতিরিক্ত জ্বালানি সরবরাহের অনুরোধগুলি পর্যালোচনা করছে বলে এক রিপোর্টে জানা গেছে।ভিয়েতনাম টাইমস-এর প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ভারতের কাছে বিদ্যমান চুক্তির ১.৮ লক্ষ টন ডিজেলের বাইরে অতিরিক্ত জ্বালানি চেয়েছে।

অন্যদিকে, নেপাল রাষ্ট্র ভারতীয় তেল কর্পোরেশন-এর কাছে অতিরিক্ত ৩,০০০ টন এলপিজি চাইলেও আপাতত চুক্তিবদ্ধ পরিমাণই সরবরাহ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। নেপাল অয়েল কর্পোরেশনের উপ-পরিচালক মনোজ কুমার ঠাকুর জানান, বর্তমানে তারা মাসে প্রায় ৪৮,০০০ টন এলপিজি পেয়ে থাকে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত এখনও অতিরিক্ত জ্বালানি সরবরাহে চূড়ান্ত সম্মতি দেয়নি। তবে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রিফাইনার হিসেবে ভারতের এই সংকটে সাড়া দেওয়ার যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে, যা আঞ্চলিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে পারে।এই মাসের শুরুতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ-সহ একাধিক দেশের অনুরোধ বিবেচনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, "আমাদের নিজস্ব জ্বালানি প্রয়োজন ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, কারণ বিকল্প সরবরাহ পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।ভারত নিজেও বছরে প্রায় ৯০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে এবং বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিকল্প উৎস খুঁজছে। ইতিমধ্যেই দেশটি প্রায় ৩ কোটি ব্যারেল রাশিয়ার তেল অর্ডার করেছে এবং ইরান-এর সঙ্গে তেলবাহী জাহাজের নিরাপদ যাতায়াত নিয়ে আলোচনা করেছে।সরকার জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎস থেকে এলপিজি সংগ্রহ শুরু হয়েছে, যাতে সরবরাহে বৈচিত্র আনা যায়।পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, দেশে জ্বালানির সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে, রিফাইনারিগুলি পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করছে এবং পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে।

৮ জঙ্গি গ্রেফতার, উদ্ধার অস্ত্র

ইম্ফল, ১৭ মার্চ: মণিপুর-এ গত ২৪ ঘণ্টায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ৮ জন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তেংনৌপাল এবং ইম্ফল পূর্ব জেলা থেকে এই জঙ্গিদের আটক করা হয়। তেংনৌপাল জেলার মোরে থানার অন্তর্গত সীমান্ত এলাকায় (বর্ডার পিলার ৭৩ থেকে ৭৫-এর মধ্যে) পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়, যারা বিভিন্ন উপত্যকা-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিদের মধ্যে রয়েছে প্রেপাক, কেওয়াইকেএল এবং কেসিপি-এমএফএল-এর সদস্যরা।অন্যদিকে, ইম্ফল পূর্ব জেলা থেকেও আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সঙ্গে পৃথক একটি অভিযানে সেনাপতি জেলার কাভিনাম গ্রামে ট্রাকে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রামায়ো ভাশুমকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযানে একটি গাড়ি ও দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া আরেক অভিযানে সাগোলশেম বোইচা সিং নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পিস্তল, ম্যাগাজিন, গুলি, মোবাইল ফোন এবং আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে।নিয়মিত তল্লাশি অভিযানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে আরও অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা বাহিনী যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান ও এলাকা দখল অভিযান জোরদার করেছে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।রাজ্যজুড়ে মোট ১১৬টি নাকা ও চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে, যাতে সন্দেহজনক যানবাহন ও অবৈধ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পাশাপাশি ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়কেও পণ্যবাহী গাড়ির নিরাপদ চলাচলের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।পুলিশ সাধারণ মানুষকে গুজব বা ভুয়ো খবর থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। কোনও ভিডিও বা অডিওর সত্যতা যাচাই না করে শেয়ার করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে প্রশাসন।

লড়বেন মমতা

● **প্রথম পাতার পর**

প্রাক্তন নেতা পবিত্র করকে, যিনি একসময় শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, "এইবার আমরা অন্তত ২২৬টি আসনে জিতব। নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আর কোনও জমি থাকবে না।"

২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল ২১৫টি আসন পেয়েছিল, যেখানে বিজেপি পেয়েছিল ৭৭টি। সে সময় বামফ্রন্ট ও আইএসএফ জোটবদ্ধভাবে লড়লেও তেমন সাফল্য পায়নি।

এবার কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট আলাদা লড়াই করছে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বাংলার মানুষের উপর আস্থা থাকলে কেন তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত করছেন? মানুষ নির্বাচনে এর জবাব দেবে।"

পরিষদীয় মন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

করে চলেছে এবং তার প্রতিফলন রাজ্যপালের ভাষণে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। অতীতে কোনও রাজ্যপাল এভাবে সবদিক তুলে ধরে ভাষণ দেননি।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন অনুসূচিত জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়, সাংবাদিক, শিল্পী থেকে শুরু করে সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের কথাও তুলে ধরেছেন। এর মধ্য দিয়েই 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর প্রকৃত অর্থ প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ আজ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বরাবরই সমতা ও জাতীয় ঐক্যের মূল্যবোধকে লালন করেছে। 'এক দেশ, এক আত্মা, এক জীবন' এই আদর্শই আমাদের জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করে।

মন্ত্রী বলেন গত দশ থেকে বারো বছরে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, গত এক দশকে ভারত তারই প্রমাণ দিয়েছে।তিনি জানান, ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী খুব শিগগিরই তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, চীন দ্বিতীয়, জার্মানি তৃতীয় এবং ভারতের অবস্থান তার পরেই।মন্ত্রী আরও বলেন, ভারতমালা প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে অভূতপূর্ব গতিতে সড়ক নির্মাণ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষিভিত্তিক জীবিকার উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ চলছে। জাতীয় সৌর মিশনের আওতায় সৌরশক্তি ও সৌর প্রযুক্তির ব্যবহারও উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।তিনি জানান বর্তমান রাজ্য সরকার সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।এছাড়াও তিনি সিপিআই(এম)-এর সমালোচনা করে বলেন, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনকি চীনও কমিউনিজমের পথ থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। অথচ রাজ্যের সিপিআই(এম) একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে, অন্যদিকে বিদেশি ব্র্যান্ডের প্রতি সমর্থন দেখায় এ কেমন কমিউনিজম?তাঁর ভাষায়, সিপিআই(এম) আজ সেই ১০ টাকার মুদ্রার মতো, যেটিকে মানুষ আর গ্রহণ করতে চায় না। সবশেষে তিনি বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

আশিষ সাহা

● **প্রথম পাতার পর**

রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা বরাবরই কেন্দ্রীয় বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল। সেই প্রেক্ষিতে "ডাবল ইঞ্জিন সরকার" হলে আর্থিক উন্নয়ন হবেএই প্রতিশ্রুতিও বাস্তবে সফল হয়নি বলে তারা দাবি করেন।

নতুন বাজেটে রাজ্যের আয় ধরা হয়েছে ৩৩,৮৭১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা এবং ঘাটতি ২৪০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। তবে ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। গত অর্থবর্ষে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪,৯৯৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা, যা সংশোধিত বাজেটে বেড়ে দাঁড়ায় ৭,৯৬১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায়। আগামী অর্থবর্ষে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬,৯০৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

তিনি আরও বলেন, ঋণের বোঝা প্রসঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ, "ঋণ নিয়ে ঘি খাওয়ার নীতি" গ্রহণ করেছে সরকার। পাশাপাশি তারা প্রশ্ন তোলেন, পূর্বতন সরকারের ঋণকে যখন সমালোচনা করা হয়েছিল, তখন বর্তমান সরকারের আমলে ঋণের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেল কেন।

বাজেটে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শুল্ক ও কর বাড়ানোর ইঙ্গিতও রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রোড সেস, এক্সাইজ ডিউটি, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির সম্ভাবনার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাজেটটি যথেষ্ট নয় বলে মত বিরোধীদের। তাদের দাবি, এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের দাবি আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

মোবাইল ডিসপ্লে উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার নিচের অংশ বহু জায়গায় জং ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও বেড়া মাটি থেকে উঠে গিয়ে পিলারের উপর ঝুলে রয়েছে, ফলে নিচ দিয়ে সহজেই যাতায়াত করা সম্ভব হচ্ছে।উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় বিএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল এই এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত বেড়া সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও সেই কাজের অগ্রগতি দেখা যায়নি বলে অভিযোগ।স্থানীয়দের মতে, সীমান্তের এই দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়েই পাচারকারীরা অবাধে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। গোটা কমলাসাগর এলাকা জুড়েই দীর্ঘদিন ধরে পাচার বাণিজ্য চললেও তা রুখতে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিরোধী দলনেতা

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে, এ অবস্থায় সরকার কি এই অবৈধ স্থাপনা ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেবে, প্রশ্ন তোলেন তিনি।

দ্বিতীয় ইস্যু হিসেবে বিরোধী দলনেতা সম্প্রতি আদালতের এক রায়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, যেখানে আটজন ডিআরডব্লিউ-র পক্ষে নিয়মিতকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানতে চান, সরকার কি আদালতের এই রায় মেনে প্রায় ৪০ হাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মীকেও নিয়মিত করার বিষয়টি বিবেচনা করবে?উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা জানান, তিনি ২৩ মার্চ এই বিষয়ে বিস্তারিত জবাব দেবেন। এই মুহূর্তে সব তথ্য আমার কাছে নেই। পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের পর সঠিকভাবে বিধানসভাকে অবহিত করা হবে, বলেন তিনি।

ওষুধের বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর**

২০১৩ সালের পর থেকে রাজ্যে কোনও ভেজাল ওষুধ ধরা পড়েনি। তবে এনএসকিউ মামলাগুলিতে নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে লাইসেন্স স্থগিতকরণও রয়েছে। তিনি জানান, ১৬টি ক্ষেত্রে স্টে অর্ডার জারি হয়েছে, ৩টি মামলা আদালতে বিচারাধীন এবং ৪০টি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাজ্যের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকেও এই বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

নীতি বাস্তবায়ন, মাতৃ ও নবজাতক পরিচর্যা ইউনিট (এমএনসিইউ) এবং শিশু হৃদরোগ সার্জারি ইউনিট স্থাপনের মতো উদ্যোগের কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী।মানবসম্পদের ঘাটতি দূর করতে স্নাতকোত্তর চিকিৎসকদের জন্য বাধ্যতামূলক সিনিয়র রেসিডেন্সি, এমবিবিএস চিকিৎসক নিয়োগ এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের নির্দেশিকা অনুযায়ী নার্স-রোগী অনুপাত বজায় রাখার প্রস্তাবও রয়েছে বলে জানান তিনি।এছাড়া ক্রয় ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় ক্রয়, ই-প্রকিউরমেন্ট এবং আইটি-নির্ভর সরবরাহ ব্যবস্থাপনা চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ই-হাসপাতাল সিস্টেম, এলআইএস, আরআইএস এবং এআইআইএমএস-এর 'সন্তুষ্টি' পোর্টালের আদলে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম চালুর উদ্যোগও রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেন, মৌ-তে উল্লিখিত বাকি সুপারিশগুলি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিরোধীদের উত্থাপিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এই আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, এইমস-এর মানদণ্ড অনুসরণ করে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে ত্রিপুরা সরকার।

কাবুলে হাসপাতালে বিমান হামলা নিয়ে তীব্র নিন্দা, জবাবদিহির দাবি মানবাধিকার সংগঠনের

কাবুল, ১৭ মার্চ: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ফাউন্ডেশন (আইএইচআরএফ) কাবুলে একটি পুনর্বাসন হাসপাতালে পাকিস্তানের বিমান হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে স্বাধীন তদন্ত ও দোষীদের জবাবদিহির দাবি তুলেছে।

সংস্থার অভিযোগ, কাবুল-এর পুল-ই-চারখি এলাকায় অবস্থিত ২,০০০ শয্যার 'ওমিদ অ্যাডিকশন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল'-এ এই হামলায় ৪০০-রও বেশি মানুষ নিহত এবং প্রায় ২৫০ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসাধীন সাধারণ নাগরিক ছিলেন বলে জানানো হয়েছে।

আইএইচআরএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কখনওই সংঘর্ষের লক্ষ্য হতে পারে না। এই ধরনের হামলা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও মানবাধিকার নীতির গুরুতর লঙ্ঘন।

সংস্থাটি অবিলম্বে একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত, দোষীদের শাস্তি এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

এদিকে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর মুখপাত্র আব্দুল মতিন কানে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, এই হামলার "যোগ্য জবাব" দেওয়া হবে। তিনি এটিকে দেশের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত বলে উল্লেখ করেন।

বর্তমানে উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের খোঁজ চালাচ্ছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান-এর মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের মধ্যে বিমান হামলা, গোলাবর্ষণ ও পাল্টা অভিযোগের ঘটনা বাড়ছে।

১৩ এপ্রিল

● **প্রথম পাতার পর**

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ জানান, এডিসি নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত আরক্ষা বাহিনী থাকবে এবং নিরাপত্তা জনিত কারণে পোলিং বুথগুলিকে এ বি এবং সি ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে স্টেট ইলেকশন কমিশনার এডিসি নির্বাচনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ইলেকশন কমিশনের সচিব অনুরাগ সেন এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুভাশিষ দাস।

বিধায়করা

● **প্রথম পাতার পর**

স্বাস্থ্য দপ্তরে একাধিকবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও কোনও ইতিবাচক ফল মেলেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি। অন্তত দুই থেকে তিনজন চিকিৎসক নিয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী এই অতিরিক্ত উদ্বেগগুলির তাৎক্ষণিক উত্তর দেননি, তবে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে এবং শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

ধৃত এক

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ।

এরপর থেকেই অভিযুক্ত গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে চলে যায়। পুলিশ তার মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে ফটিকরায় হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে তার অবস্থান শনাক্ত করে। সেখান থেকেই তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এদিকে, ঘটনার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

তৈদু এবং লেম্বুছড়ায় লেবু ও ফুলের উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলেছে: কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ মার্চ : ইন্দো-ইজরায়েল প্রকল্পের আওতায় তৈদুতে লেবু জাতীয় ফলের উৎকর্ষকেন্দ্র এবং লেম্বুছড়াতে ইন্দো-ডাচ প্রকল্পের আওতায় ফুলের উৎকর্ষ কেন্দ্র গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে তৈদুতে লেবু জাতীয় ফলের উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ ৩৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। লেম্বুছড়াতে ইন্দো-ডাচ প্রকল্পের আওতায় ফুলের উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ ৭০ শতাংশ শেষ হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, লেবু জাতীয় ফলের উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং ফুলের উৎকর্ষ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য এ পর্যন্ত ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী জানান, এই দুই কেন্দ্র নির্মিত হলে এগুলি থেকে উচ্চগুণাবলি সম্পন্ন ফুল ও লেবু জাতীয় ফসলের চারা কৃষকদের মধ্যে যোগান দেওয়া যাবে। নেদারল্যান্ড ও ইজরায়েলের সঠিক কৃষি প্রযুক্তিগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য কৃষকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। কৃষিমন্ত্রী জানান, অতি উন্নত প্রদর্শনীমূলক চাষের মাধ্যমে কৃষকদের ফুল ও লেবু জাতীয় ফসলের চাষে উৎসাহিত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া দক গ্রামগুলিতেও প্রদর্শনীমূলক চাষের মধ্য দিয়ে কৃষকদের ফুল ও লেবু জাতীয় ফসলের চাষে উৎসাহিত করা যাবে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন তথা ফুল ও লেবু জাতীয় ফসলের উপর সার্বিক প্রশিক্ষক তৈরি করা সম্ভব। বিভিন্ন ফসলের উপর ফসল পরবর্তী ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষকদের বোঝানো সম্ভবপর হবে। একই সঙ্গে প্রদর্শনীমূলক চাষাবাদ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ফুল এবং লেবু জাতীয় ফসলের সাথে নিয়োজিত কৃষকদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন অনেকাংশে সম্ভব হবে।

রাজ্যে ৮টি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে: কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ মার্চ: রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি মহকুমায় ৮টি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। এরমধ্যে পোয়াংবাড়ির কৃষি গবেষণা কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর উদ্বোধনও হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজনগর, কাঁঠালিয়া, নলছড়, জিরানীয়া, লেফুঙ্গা, কল্যাণপুর ও যুবরাজনগর কৃষি মহকুমাগুলিতে এই গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। বর্তমানে পোয়াংবাড়ি ছাড়াও রাজনগর, কল্যাণপুর এবং জিরানীয়ায় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাঁঠালিয়া, নলছড়, লেফুঙ্গা এবং যুবরাজনগর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২১ কোটি ৩১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি আসনে এক জন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক, নজির ইসির

কলকাতা, ১৭ মার্চ: নির্বাচন কমিশন (ইসি) পাঁচটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পর্যবেক্ষক নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। এই তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল এবং পুদুচেরি।

ইসি জানিয়েছে, মোট ৫৫৭ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ১৮৮ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ৩৬৬ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য, যেখানে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যের ২৯৪টি আসনের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা অন্য কোনও রাজ্যে দেখা যায়নি।

অন্যদিকে তামিলনাড়ু, আসাম, কেরালা এবং পুদুচেরি-তে সংশ্লিষ্ট আসনের তুলনায় সাধারণ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা কম রাখা হয়েছে। পুলিশ পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাধিক ৮৪ জন মোতায়েন করা হবে। এরপর রয়েছে তামিলনাড়ুতে ৪০, অসমে ৩৫, কেরলে ১৭ এবং পুদুচেরিতে ৪ জন। ব্যয় পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুতে সর্বাধিক ১৫১ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১০০ জন নিয়োগ করা হয়েছে।

ইসি নির্দেশ দিয়েছে, সমস্ত পর্যবেক্ষকদের ১৮ মার্চের মধ্যে নিজ নিজ কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। সেখানে পৌঁছে তাঁরা নিজেদের যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করবেন এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থী, রাজনৈতিক দল বা সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনার ব্যবস্থা করবেন।

সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং জনগণ প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ২০বি ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে থাকে ইসি, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় ভোটগ্রহণ হবে২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল। প্রথম দফায় ১৫২টি এবং দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে ভোট হবে। প্রতিটি দফায় কমপক্ষে ২৩০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।

অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটে নজরদারি বাড়াতে ১,১১১ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ ইসির

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রলোভনমুক্ত করতে মোট ১,১১১ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ইসির তরফে জানানো হয়েছে, আসাম, কেরালা, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি-সহ মোট পাঁচটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচনে এই পর্যবেক্ষকদের মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি ছয়টি রাজ্যের আটটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনেও নজরদারি করবেন তাঁরা।

ইসি জানিয়েছে, এই পর্যবেক্ষকরাই ময়দানে কমিশনের "চোখ ও কান" হিসেবে কাজ করবেন, যাতে প্রতিটি ভোটার ভয় বা পক্ষপাত ছাড়াই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করতে গিয়ে হিংসামুক্ত ও স্বচ্ছ ভোটগ্রহণের উপর জোর দিয়েছিলেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অসমে ১২৬টি আসনের জন্য ৫১ জন সাধারণ, ৩৫ জন পুলিশ এবং ৫০ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। কেরলে ১৪০টি আসনে ৫১ জন সাধারণ, ১৭ জন পুলিশ এবং ৪০ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক থাকবেন। তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনে ১৩৬ জন সাধারণ, ৪০ জন পুলিশ এবং ১৫১ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ২৯৪টি আসন থাকা পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪ জন সাধারণ, ৮৪ জন পুলিশ এবং ১০০ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হবে। পুদুচেরির ৩০টি আসনের জন্য থাকবেন ১৭ জন সাধারণ, ৪ জন পুলিশ এবং ১৭ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক। এছাড়াও উপনির্বাচনের জন্য সাধারণ, পুলিশ ও ব্যয়প্রতিটি বিভাগে ৮ জন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

ইসি নির্দেশ দিয়েছে, সমস্ত পর্যবেক্ষককে ১৮ মার্চের মধ্যে নিজ নিজ কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। সেখানে পৌঁছে তাঁরা নিজেদের যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করবেন এবং প্রতিদিন প্রার্থী, রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বৈঠক করে অভিযোগ শুনবেন।

সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১'-এর বিধান অনুযায়ী এই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করে থাকে নির্বাচন কমিশন, যাতে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হয়।

৩০ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে জোধপুর বিমানবন্দর, নোটাম জারি বায়ুসেনার

জয়পুর, ১৭ মার্চ: রানওয়ে সংস্কারের জন্য প্রায় এক মাসের জন্য বন্ধ রাখা হবে যোধপুর বিমানবন্দর-এ বেসামরিক উড়ান পরিষেবা। ভারতীয় বিমান বাহিনী (আইএএফ) এ বিষয়ে 'নোটাম' জারি করেছে।

ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ২৯ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উড়ান পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ফলে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু-সহ একাধিক শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হবে।

নোটাম (বিমানসেনাদের জন্য বিজ্ঞপ্তি) হল এমন একটি সরকারি সতর্কবার্তা, যা পাইলট, বিমান সংস্থা ও বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে বিমানবন্দর বা আকাশপথে কোনও পরিবর্তন বা সীমাবদ্ধতার বিষয়ে আগাম জানায়।

এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই) জানিয়েছে, জোধপুর বিমানবন্দরটি বেসামরিক ব্যবহারের জন্য খোলা থাকলেও রানওয়েটি আইএএফ-এর নিয়ন্ত্রণে। প্রায় সাত বছর পর এই রানওয়ের পুনর্নির্মাণ বা রি-কার্পেটিং করা হচ্ছে।

এই কাজটি তিনটি ধাপে সম্পন্ন হবে। প্রথম ধাপে রানওয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অংশ আংশিক বন্ধ থাকবে, ফলে ছোট আকারের বিমান যেমন এয়ারবাস এ৩২০ চলাচল করতে পারবে, তবে বড় বিমান এ৩২১ চলাচল করতে পারবে না।

দ্বিতীয় ধাপে রানওয়ের মাঝের অংশে কাজের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে, যার ফলে সব ধরনের বেসামরিক উড়ান বন্ধ থাকবে। তৃতীয় ধাপে চূড়ান্ত সংস্কারের পর সীমিত পরিষেবা চালু করা হবে।

উল্লেখ্য, এই বিমানবন্দরটি যৌথভাবে সামরিক ও বেসামরিক উড়ানের জন্য ব্যবহৃত হয়। সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ায় এর কৌশলগত গুরুত্বও অনেক বেশি।

বর্তমানে দিল্লি, মুম্বই, পুনে, হায়দরাবাদ, জয়পুর ও আহমেদাবাদের সঙ্গে জোধপুরের প্রায় ১৪টি দৈনিক উড়ান পরিষেবা রয়েছে। তবে ২৮ মার্চের পর থেকে ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-সহ বিভিন্ন বিমান সংস্থা টিকিট বুকিং বন্ধ করে দিয়েছে। অস্থায়ীভাবে এই বন্ধের কারণে যাত্রীদের অসুবিধা হলেও, দীর্ঘমেয়াদে নিরাপত্তা ও পরিষেবার মান উন্নত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

কুমারঘাটে নদীভাঙন রুখতে ড্রেইন ও বাঁধ মেরামতের দাবি, বর্ষার আগে আতঙ্কে বাসিন্দারা

কুমারঘাট, ১৭ মার্চ: উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট দেওসেতু সংলগ্ন নদী তীরবর্তী এলাকায় ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে নদীভাঙনের আশঙ্কা। বর্ষা ঘনিয়ে আসতেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। অবিলম্বে নদীর পাড় রক্ষা ও বাঁধের পাশে ড্রেইন নির্মাণের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত বছর প্রবল বন্যা ও নদীর স্রোতে বাঁধের একাংশ ভেঙে গিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সেই ঘটনার পর এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে লিখিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তর-এর কাছে অভিযোগ জানান। অভিযোগের ভিত্তিতে একটি টেন্ডার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয় বলে জানা গেছে।

কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে বাস্তবিক কোনও কাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে বর্ষা নামার আগেই ভাঙন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, প্রতি বছরই আমরা একই সমস্যার মুখোমুখি হই। বাঁধ মেরামত না হলে এবং ড্রেইনের ব্যবস্থা না করলে এ বছরও বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।

এদিকে, দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নদীভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষজন। এখন দেখার, বর্ষা আসার আগেই প্রশাসন কতটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

বেজিমারায় তীব্র পানীয় জলের সংকট, রাস্তা অবরোধে জনজীবন বিপর্যস্ত

বিশালগড়, ১৭ মার্চ : বেজিমারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এসসি কলোনির বাসিন্দারা গত তিন বছর ধরে তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন। একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান না হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে।

এই অবস্থায় মঙ্গলবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বেজিমারা চুমুহনীতে সোনামুড়া---কাঠালিয়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের জেরে সড়কের দু'পাশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এবং যাত্রী ও পথচারীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কেন্দ্র সরকারের "হর ঘর জল" প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও দীর্ঘদিন ধরে সেই জল সরবরাহ ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়ে আছে। ফলে বাধ্য হয়ে বাসিন্দাদের পুকুরের জল সংগ্রহ করে পানীয় ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, আন্দোলনের সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হননি, যা তাদের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দেয়। অবিলম্বে নিয়মিত পানীয় জলের সরবরাহ চালু করা এবং বিকল জল পাম্প মেরামতের দাবি জানিয়েছেন তারা।

গ্রামবাসীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগর উপনির্বাচনে লড়বে 'আমরা বাঙালি', এডিসি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না দল

ধর্মনগর, ১৭ মার্চ : আসন্ন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিল 'আমরা বাঙালি' দল। তবে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনে দল অংশগ্রহণ করবে না বলেও স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দলের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সেখানে জানানো হয়, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে লড়াই থেকে বিরত থাকবে 'আমরা বাঙালি'। দল শুধুমাত্র ধর্মনগর উপনির্বাচনকেই লক্ষ্য করে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দলীয় সূত্রে জানানো হয়, ধর্মনগর উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বিভাস রঞ্জন দাসকে মনোনীত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রার্থীর সমর্থনে সংগঠনকে সক্রিয় করা হয়েছে এবং প্রচারের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

এছাড়াও, সাংবাদিক সম্মেলনে ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) ইস্যু নিয়েও সরব হয় 'আমরা বাঙালি' দল। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানায় তারা।

আগামী অর্থবছরেও নতুন করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা দপ্তরের রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ মার্চ: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজারবাগ আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে গোমতী জেলার নিত্যবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরেও নতুন করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা দপ্তরের রয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক নয়ন সরকারের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, আগামী অর্থবছরে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের দুর্গাবাড়িতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা দপ্তরের রয়েছে। তাছাড়াও গোমতী জেলার অন্তর্গত কালাঝাড়িতে একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা: রাজ্যে ২ হাজার ৩৩৮টি পরিবারে সোলার প্যানেল স্থাপন

আগরতলা, ১৭ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনায় চলতি বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে ২ হাজার ৩৩৮টি পরিবারের গৃহে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক অশোক চন্দ্র মিত্রের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, প্রজেক্ট শুরু থেকে প্রথম কিস্তির ৭০ জন, দ্বিতীয় কিস্তির ১১৭ জন, তৃতীয় কিস্তির ১৮৭ জন এবং চতুর্থ কিস্তিতে ৭৪০ জন বিদ্যুৎ প্রজিউমার বা উৎপাদক ভোক্তা বিদ্যুৎ নিগমের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেছে।

ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টার স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ মার্চ: আগরতলা শহরে আগত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের রাত্রিকালীন আশ্রয় ও স্বল্পমূল্যের খাবার ব্যবস্থা করার জন্য "ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টার" প্রকল্পটি আগরতলা মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন, টি.ইউ.এল.এম. এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর যৌথভাবে চালু করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর জন্য জিবি হাসপাতালের পাশে টি.ইউ.এল.এম.-এর নিজস্ব ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ চলেছে। এছাড়া রাধানগর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আগরতলা মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশনের অধীনে অন্য আরেকটি বিল্ডিংয়ে এই প্রকল্পটি যৌথভাবে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই প্রকল্পটি চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লাউগাংয়ে ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলা, হাজারো মানুষের ঢল

শান্তিরবাজার, ১৭ মার্চ: প্রতি বছরের মতো এবারও শান্তিরবাজার মহকুমার লাউগাং এলাকায় লাউগাং ও মুহুরী নদীর সঙ্গমস্থলে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং হাজারো মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা যায়।

মেলা উপলক্ষে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানদাররা নিজেদের পসরা নিয়ে হাজির হন। মেলায় নানা ধরনের দোকান, খাদ্য সামগ্রী এবং গ্রামীণ পণ্যের সম্ভার দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে ভোর থেকেই ভক্তরা নদীর সঙ্গমস্থলে পুণ্যস্নান করতে ভিড় জমান। পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় নদীতে স্নান করে জল অর্পণ করতে দেখা যায় বহু মানুষকে। এই পুণ্যতিথিতে অংশ নিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা মেলায় উপস্থিত হন।

মেলাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেলা কমিটির উদ্যোগতারা। তারা জানান, শান্তিপূর্ণভাবে মেলা সম্পন্ন করতে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এই ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলাকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

লালজুরিতে ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে এমডিসি স্বপ্না রানী দাস

আগরতলা, ১৭ মার্চ: উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুরি ব্লকের জয়শ্রী ও নবজয়পাড়া এলাকায় গত দুদিন আগে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু বাড়িঘর ও কৃষিজমির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

জানা যায়, বিশেষ করে জয়শ্রী এলাকায় প্রায় ৬০টি বাড়ি ঝড়ের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিলাবৃষ্টির তীব্র আঘাতে অধিকাংশ বাড়ির টিনের চাল ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার কৃষকরা।

মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান মাছমারা ২নং কেন্দ্রের বিজেপি নির্বাচিত এমডিসি স্বপ্না রানী দাস। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে স্বপ্না রানী দাস ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করে জানান, সরকারি ভাবে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য সবরকম সহযোগিতা করা হবে। দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করে প্রশাসনের কাছে পাঠানো হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে, দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

গর্জিতে নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ, আনন্দে উদ্বেল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ মার্চ : মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের গর্জি এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে খুব শীঘ্রই। বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় গর্জি এলাকায় নির্মিত হতে যাচ্ছে একটি নতুন ফায়ার এন্ড ইমারজেন্সি স্টেশন।

এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে গর্জি এলাকার বাসিন্দারা রাজ্য বিজেপি সরকার ও বিধায়ক অভিষেক দেবরায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি ধন্যবাদসূচক মিছিলের আয়োজন করেন। মিছিলটি গর্জি বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

উল্লেখ্য, এতদিন উদয়পুর ফায়ার এন্ড ইমারজেন্সি স্টেশন থেকে অমরপুর, শান্তিরবাজার ও বিশ্রামগঞ্জ এলাকার মাঝামাঝি কোথাও কোনও ফায়ার স্টেশন না থাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দ্রুত পরিষেবা পৌঁছানো সম্ভব হতো না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছানোর আগেই বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত।

এই প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মানুষের দাবি ছিল উদয়পুর-অমরপুরের মাঝে মহারানী-গামারিয়া এলাকা, উদয়পুর-শান্তিরবাজারের মাঝে গর্জি এবং উদয়পুর- বিশ্রামগঞ্জের মাঝে বাগমা এলাকায় পৃথক ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলার। ইতিমধ্যেই মহারানী এলাকায় ফায়ার স্টেশনের জন্য স্থান নির্ধারণের কাজ চলছে। পাশাপাশি গর্জিতে স্টেশন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বাগমা এলাকায়ও ফায়ার স্টেশন স্থাপনের দাবি জোরালো হচ্ছে।

গর্জি এলাকায় নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের ঘোষণায় এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তারা আশা প্রকাশ করছেন, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে অগ্নিকাণ্ডসহ জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিষেবা পাওয়া সম্ভব হবে এবং বহু মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা পাবে।

বারুণী স্নান উপলক্ষে বিলোনিয়ায় বসলো ঐতিহ্যবাহী মেলা, মুহুরি নদীর ঘাটে পুণ্যার্থীদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ মার্চ : প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিলোনিয়া শহরের মফিজ মিয়া ঘাটে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলা ও স্নান উৎসব। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ফেনী জেলার পরশুরাম এলাকার সন্নিকটে অবস্থিত এই ঘাটে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শতভিষা নক্ষত্র যোগে পালিত হয় বারুণী স্নান।

পুরাণ মতে, হিমালয় কন্যা গঙ্গার অপর নাম 'বারুণী'। বিশ্বাস করা হয়, এই তিথিতে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্য লাভ হয়। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই মঙ্গলবার সকাল থেকে মুহুরি নদীর তীরে ভিড় জমাতে শুরু করেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী।

বিলোনিয়া শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা মুহুরি নদীর অববাহিকার মফিজ মিয়া ঘাট সংলগ্ন বারুণী ঘাটে দিনভর চলে স্নান, পিতৃ-মাতৃ তর্পণ ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে জলদান। পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে ভক্তরা গঙ্গা পূজায় অংশ নেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই মেলায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়, যা সম্প্রীতির এক অনন্য নজির তুলে ধরে। অন্যদিকে, নদীর চরের বাঁধের রাস্তা জুড়ে বসেছে নানা ধরনের দোকানপাট, যেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের পসরা সাজিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করেন।

বারুণী মেলাকে ঘিরে গোটা এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সব মিলিয়ে প্রাচীন রীতিনীতি মেনে মুহুরি নদীর বারুণী ঘাটে পুণ্যার্থীদের সমাগম যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

ধর্মনগর বিধানসভার উপনির্বাচন উপলক্ষে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৭ মার্চ;। ধর্মনগর বিধানসভার উপনির্বাচন উপলক্ষে আজ নির্বাচন দপ্তরের কনফারেন্স হলে রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় ও রাজ্যস্তরীয় স্বীকৃতি রাজনৈতিক দলগুলির সাথে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে এক বৈঠক করেন। এই বৈঠকে বিজেপি, আইএনসি, সিপিআই (এম), মথা ও আইপিএফটি রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা ছাড়াও অতিরিক্ত সিইও ইউজে মগ এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপনির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদান করা হয়। নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন নির্দেশিকা সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির সদস্যদের অবগত করা হয়।

নির্বাচন দপ্তরের তরফ থেকে অবাধ ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ ভোট সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সকল রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়। রাজনৈতিক দলগুলিও এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। সর্বশেষে আসন্ন এসআইআর সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

কালবৈশাখীর তান্ডব মোকাবিলায় প্রস্তুতি, খোয়াইয়ে সচেতনতা ও মগড্রিলের উদ্যোগ মহকুমা শাসকের

খোয়াই, মার্চ ১৭: ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে কালবৈশাখী ঝড়ের দাপট। প্রতি বছর এই সময়ে ঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। এই পরিস্থিতিতে খোয়াই মহকুমাবাসীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার সকালে মহকুমার সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন খোয়াই মহকুমা শাসক নির্মল কুমার।

মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে নির্মল কুমার জানান, কালবৈশাখী ঝড়ে খোয়াই সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় প্রায়শই বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ঝড় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পথচলতি মানুষদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ঝড়-বৃষ্টির সময় বিদ্যুতের খুঁটি বা বড় গাছের নিচে আশ্রয় না নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে শীঘ্রই একটি মকড্রিল আয়োজন করা হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও জরুরি পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য ১০৭৭ নম্বরে হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। কোনো বিপদের মুখে পড়লে এই নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য মহকুমাবাসীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এদিকে, দুর্যোগ মোকাবিলায় বিদ্যুৎ দপ্তর, অগ্নি নির্বাপক বাহিনী, স্বাস্থ্য দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান মহকুমা শাসক।

সার্বিকভাবে, আসন্ন কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে মনে করছেন স্থানীয়রা।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় টিবি, ম্যালেরিয়া ও এইডস প্রতিরোধে জোরালো পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ মার্চ: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করে তুলতে মঙ্গলবার চিফ মেডিক্যাল অফিসারের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা স্তরের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক ও কালেক্টর মহম্মদ সাজাদ পি. এবং এর আয়োজন করে জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এনএইচএম-এর যুগ্ম মিশন ডিরেক্টর শ্রীমতি নাপুর দেববর্মা, দক্ষিণ ত্রিপুরার চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস, এনভিবিডিসিপি-র স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ অভিজিৎ দাস, বিলোনিয়া বিএমসি-র চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, এসএমসি-র চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা স্থায়ী সমিতির সভাপতি সন্তু মানিক এবং এসএমসি-র ভাইস-চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পর্যায়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক, যার মধ্যে ডিইও, ডিআইএসই, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির ল্যাব সার্ভিসেস বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর স্বাথী লেখা ভট্টাচার্য, এবং জেলার ডিআইও, ডিএমও সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

সভায় টিবি, ম্যালেরিয়া ও এইডস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ, রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থার উন্নতি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা শাসক মহম্মদ সাজাদ পি. বলেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ প্রচেষ্টায় টিবি ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগের বিরুদ্ধে দ্রুত ইতিবাচক ফলাফল অর্জন সম্ভব।

চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত মান উন্নয়নই প্রধান লক্ষ্য। প্রতিটি রোগী যাতে সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পায়, তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এনএইচএম-এর যুগ্ম মিশন ডিরেক্টর নূপুর দেববর্মা জানান, প্রতিরোধই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে এইসব রোগের বিস্তার অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

এই সভার মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি সুসংহত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে জেলার সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ও জনকল্যাণমুখী বাজেটকে স্বাগত, গোমতীতে ধন্যবাদসূচক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ মার্চ :ত্রিপুরা সরকারের জনকল্যাণমুখী বাজেট এবং কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ও পেনশনভোগীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি (ডিআর) ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে ধন্যবাদসূচক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ভারতীয় মজদুর সংঘের গোমতী জেলা শাখার উদ্যোগে উদয়পুর মহকুমার শিক্ষক, কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের অংশগ্রহণে এই র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

র‍্যালিটি উদয়পুর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে এবং এতে বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অংশগ্রহণকারীরা রাজ্যের রাষ্ট্রবাদী সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বক্তারা জানান, আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করার যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপ সরকারের সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল মনোভাবেরই প্রতিফলন।

তারা আরও বলেন, এই সিদ্ধান্ত কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের আর্থিক স্বস্তি দেওয়ার পাশাপাশি তাদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি করেছে। দীর্ঘদিন রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতি এই সম্মান ও স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

কর্মচারী মহল আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও রাজ্য সরকার একইভাবে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রেখে কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবিগুলি পূরণ করবে। কর্মচারীদের আর্থিক সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত হলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করে তুলবে বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।

এদিনের র‍্যালিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি অর্থ, পরিকল্পনা, সমন্বয় ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়কেও ধন্যবাদ জানানো হয়।

বিজয়নগরে ফ্রি পশু চিকিৎসা শিবির: ৫০ জন সুবিধাভোগীর হাতে ওষুধ ও ভ্যাকসিন বিতরণ

বক্সনগর, ১৭ মার্চ: বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত এডিসি ভিলেজ বিজয়নগরে জনজাতি পশুপালকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও পশুর বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে একটি বিনামূল্যের পশু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিজয়নগর শেড ঘরে অনুষ্ঠিত এই ক্যাম্পে স্থানীয়দের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

গ্রামীণ এলাকার পিছিয়ে পড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের বহু পরিবার শুকর, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু বিভিন্ন রোগে পশুর মৃত্যু হওয়ায় তারা প্রায়শই আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। এই প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে সচেতনতামূলক এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের এআরডিডি বিক্রম পদ মুরাশিং, গ্রুপ-ডি কর্মী সুভাষ চন্দ্র দেববর্মা এবং পশু সখী ললিতা দেববর্মার উদ্যোগে এই শিবির আয়োজিত হয়। ক্যাম্পে প্রায় ৫০ জন সুবিধাভোগী পশুপালকের হাতে বিনামূল্যে ওষুধ ও ভ্যাকসিন তুলে দেন দপ্তরের কর্মীরা।

কর্মীরা পশুপালকদের উদ্দেশ্যে জানান, রোগ দেখা দেওয়ার আগেই পশু চিকিৎসক ও পশু সখীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সঠিক সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি পশুর নিয়মিত যত্ন ও পরিচর্যার উপরও জোর দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা রিনা রানী দেববর্মা, মঙ্গল দেবী ত্রিপুরা, সুমিত্রা দেববর্মা, জোসনা দেববর্মা ও মনজনু রানী ত্রিপুরা সহ অন্যান্য জনজাতি মহিলারা জানান, পশুপালনের মাধ্যমেই তাদের সংসার চলে এবং আর্থিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। বিনামূল্যে ওষুধ ও ভ্যাকসিন পেয়ে তারা অত্যন্ত খুশি এবং সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তাদের দাবি, ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এবং অধিক সংখ্যক চিকিৎসক নিয়ে এ ধরনের ফ্রি ক্যাম্পের আয়োজন করা হলে তারা আরও বেশি উপকৃত হবেন।

নিরীহ ব্যবসায়ীকে মারধর ও ছিনতাই: অভিযুক্ত যুবক গ্রেফতার

আগরতলা, ১৭ মার্চ: নিরীহ এক ব্যবসায়ীকে মারধর করে টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ।জানা যায়, গত ২৫ জানুয়ারি ভোর প্রায় ৪টার সময় বনকুমারী এলাকার প্রান্তুষ সাহার টিফিনের দোকানে এক যুবক খাবারের জন্য যায়। সেই সময় টিফিন প্রস্তুত না থাকায় বিষয়টি নিয়ে প্রান্তুষ সাহার সঙ্গে ওই যুবকের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, পরবর্তীতে ওই যুবক প্রান্তুষ সাহাকে মারধর করে তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং প্রায় ১২০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনায় প্রান্তুষ সাহা আগরতলা কলেজ টিলা ফাঁড়িতে একটি এফআইআর দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে পূর্ব থানার পুলিশও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা শুরু করে।

াঙ্গন

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে দিল্লিকে হারিয়ে তামিলনাড়ু শেষচারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে দিল্লিকে পরাজিত করে তামিলনাড়ু মহিলা ক্রিকেট দল সেমিফাইনালে উঠেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে দিল্লির মেয়েদের। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের। রাঁচিতে ঊষা মার্টিন গ্রাউন্ডে আজ, মঙ্গলবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে (ভিজেডি মেথডে) ৬ উইকেটের ব্যবধানে দিল্লিকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। টসে হারলেও প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে দিল্লির প্রমিলা বাহিনী নির্ধারিত ৫০ ওভারে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে ২৮৮ রান সংগ্রহ করে। দলনেত্রী তানিশা সিং দুর্দান্ত খেলে ৮১ বলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৯২ রানে অপরাজিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেটি কাজে আসেনি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তামিলনাড়ু ৪২ ওভার ১ বল খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫৫ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। দলের পক্ষে উইকেট কিপার কমলিনি ১১৮ বল খেলে ন-টি বাউন্ডারি ও ৭টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৫১ রানে অপরাজিত থাকেন। ভিজেডি মেথডে তামিলনাড়ুকে ৬ উইকেটে জয়ী ঘোষণা করা হয়। এবং ছাড়পত্র পায় সেমিফাইনালে খেলার। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে কমলিনি পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। আগামীকাল তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এই ম্যাচে বিজয়ী দলের সঙ্গে তামিলনাড়ু আগামী ২০ মার্চ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

অনূর্ধ ২৩ জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে মুম্বাই সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মুম্বাইয়ের প্রমীলা বাহিনী সেমিফাইনালে উঠেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় সিএবি অর্থাৎ বেঙ্গলের। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের। রাঁচিতে ঝাড়খন্ড স্টেট ক্রিকেট একাডেমি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে আজ, মঙ্গলবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ৬ উইকেটের ব্যবধানে সিএবি অর্থাৎ বেঙ্গলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। টসে হারলেও প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে বেঙ্গল ৪৬ ওভারে ১৪২ রানে ইনিংস শেষ করলে, পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মুম্বাই ৩৫ ওভার ৩ বল খেলে ৪ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজয়ী দলের পক্ষে সানিকা চালকে ৭৯ বল খেলে ১০টি বাউন্ডারি সহযোগে ৭১ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ী করার মুখ্য ভূমিকার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। আগামীকাল চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কর্ণাটক ও উত্তরাখন্ড পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। এই ম্যাচে বিজয়ী দলের সঙ্গে মুম্বাই আগামী কুড়ি মার্চ প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে।

দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেতে আজ মুখোমুখি ওপিসি ও ইউ: ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দু-দলের অবস্থান একই স্থানে। প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও পরবর্তী দুই ম্যাচে ক্রমান্বয়ে হেরে দুটি দলই এখন পয়েন্ট তালিকায় সমপর্যায়ে রয়েছে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং ওল্ড প্লে সেন্টার। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলায় আগামীকাল (বুধবার) ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং ও পি সি পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। দু-দলের পক্ষেই এটি চতুর্থ রাউন্ডের খেলা। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথম ম্যাচে বিসিসি-কে ছয় উইকেটে পরাজিত করে জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছিল। কিন্তু পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে মৌচাকের কাছে ৭২ রানে এবং ইউনাইটেড বিএসটি-র কাছে ৬ উইকেটে হেরে কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। একইভাবে ওল্ড প্লে সেন্টার প্রথম ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাবকে ১৪১ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে ইউনাইটেড বিএসটি-র কাছে ৬ উইকেটে এবং পোলস্টারের কাছে ১২ রানের ব্যবধানে হেরে আবার নিজেদেরকে পিছু হটতে হয়েছে। আগামীকাল দুই দলই চাইছে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয়ের মধ্য দিয়ে ফের জয়ে ফিরতে।

সন্তোষ স্মৃতি লীগ ক্রিকেটে বিসিসি-মৌচাকের ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মৌচাক ক্লাব চাইছে জয়ে ফিরতে। আগামীকাল (বুধবার) বিসিসিকে হারাতে পারলে মৌচাক ক্লাব দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পাবে। চতুর্থ ম্যাচের মাথায়। খেলা টিসিএ আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। আগামীকাল (বুধবার) এমবিবি স্টেডিয়ামে মৌচাক ক্লাব ও বিসিসি পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। বিসিসিও মুখিয়ে রয়েছে প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে। কেননা বিসিসি পর পর তিন ম্যাচে যথাক্রমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর কাছে ৬ উইকেটে, কসমোপলিটনের কাছে ৮১ রানে এবং পোলস্টার ক্লাবের কাছে ১৭০ রানের বড় ব্যবধানে হেরে তালিকায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। অপরদিকে মৌচাক ক্লাব প্রথম ম্যাচে পোলস্টারের কাছে ৩৮ রানে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে ৭২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। তৃতীয় ম্যাচে ফের চলমান সংঘের কাছে এক উইকেটে হারতে হয়েছিল। আগামীকাল এমবিবি-তে মৌচাক ও বিসিসির মধ্যে কে জয়ী হয় তাই এখন দেখার বিষয়।

এবারও ব্রাজিল দলে জায়গা হলো না নেইমারের, বিশ্বকাপে কি থাকবেন

নেইমারকে ছাড়াই কি তবে বিশ্বজয়ের অভিযানে নামবে ব্রাজিল?আশঙ্কাটা ছিলই, গত রাতে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তির এক ঘোষণায় সেই মেঘ আরও ঘনীভূত হলো। ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আসন্ন দুই প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াডে ঠাঁই হয়নি নেইমারের।বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ার আগে এই দুটি ম্যাচই ছিল নেইমারের ফেরার সবচেয়ে বড় সুযোগ। কিন্তু ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ড আনচেলত্তি জানিয়ে দিলেন রূঢ় সত্যটানেইমার এখনো 'শতভাগ' ফিট নন। আর আনচেলত্তির অভিধানে ফিটনেসহীন কারও কোনো জায়গা নেই, সে নামটা যতই বড় হোক।প্রস্তুতি ম্যাচের দলে জায়গা না পেলেও নেইমারের বিশ্বকাপ দলে থাকার সম্ভাবনা অবশ্য পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি আনচেলত্তি। তবে সে জন্য নেইমারকে পূর্ণ ফিট হয়েই দলে আসতে হবে। গতকাল রাতে দল ঘোষণার সময় আনচেলত্তি বলেছেন, 'নেইমার শতভাগ ফিট থাকলে বিশ্বকাপে খেলতে পারে। তার শারীরিক অবস্থা ভালো থাকতে হবে। এখন এই তালিকায় কেন নেই? কারণ, সে এখনো পুরোপুরি ফিট নয়। চূড়ান্ত দল এক বিষয়, আর এই মুহূর্তের প্রীতি ম্যাচগুলো আরেক বিষয়। এখন আমার দরকার পুরোপুরি ফিট খেলোয়াড়। নেইমারকে নিয়মিত খেলতে হবে, কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে এবং ভালো শারীরিক অবস্থায় নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করতে হবে।' ২০২৩ সালের অক্টোবরে সেই যে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন, তার পর থেকে হলুদ জার্সিটা আর গায়ে চড়ানো হয়নি নেইমারের। সান্তোসের হয়ে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে এখন পর্যন্ত চারটি ম্যাচ খেলেছেন বটে, গত সোমবার একটা গোলে সহায়তাও করেছেন; কিন্তু সেই পুরোনো তেজ কি ফিরেছে? নেইমার নিজে অবশ্য হাল ছাড়ছেন না।সোমবারের ম্যাচের পর তিনি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছি। তবে সিদ্ধান্ত তো কোচিং স্টাফের। আমি দলে থাকি বা না থাকি, সেলেসাওদের সমর্থন দিয়ে যাব।' প্রস্তুতি ম্যাচে জায়গা না হওয়ায় নেইমারের জন্য বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেওয়াটা এখন আরও চ্যালেঞ্জিং হলো। মে মাসে দল ঘোষণার আগে সান্তোসের হয়ে খেলেই নিজের ফিটনেস ও ফর্মের প্রমাণ দিতে হবে তাঁকে।নেইমার জায়গা না পেলেও ব্রাজিল দলে ডাক পেয়েছেন এনদ্রিক। অলিম্পিক লিওঁতে ধারে খেলতে গিয়ে সম্প্রতি ১৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ফিরেছেন স্বমহিমায়। পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন ব্রেন্টফোর্ডের স্ট্রাইকার ইগর থিয়াগো এবং বোর্নমাউথের ১৯ বছরের তরুণ রায়ান ভিতর।বাংলাদেশ সময় ২৬ মার্চ রাতে বোস্টনে ফ্রান্সের বিপক্ষে প্রথম প্রীতি ম্যাচটি খেলবে ব্রাজিল। আর ১ এপ্রিল সকাল ৬টায় ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে অরল্যান্ডোতে। ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের মহারণে ব্রাজিল নামবে ১৩ জুন, মরক্কোর বিপক্ষে। গ্রুপ 'সি'-তে তাদের বাকি দুই প্রতিপক্ষ হাইতি ও স্কটল্যান্ড।ব্রাজিল দলগোলরক্ষক: আলিসন, বেন্তো, এদেরসন।ডিফেন্ডার: অ্যালেক্স সান্দ্রো, ব্রেমার, দানিলো, দগলাস

সন্ধান চাই

Ref. - Battala TOP GD Entry No. 08 dated 11.03.2026.

পাশের ছবিটি শ্রী মিহির কুমার আচার্জী, পিতা মৃত পরেশ চন্দ্র আচার্জী, স্ব/দ্র শ্রীমতি গীতা চক্রবর্তী সাং- জয়নগর, জে.পি.সি ক্লাব এর নিকট, থানা- পশ্চিম আগরতলা, বয়স ৭৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, শারীরিক গঠন- হালকা,মুখমণ্ডল গোলাকার, চুলের রং সাদা এবং পরনে ছিল কালো রঙের লম্বা প্যান্ট এবং হালকা কমলা রঙের লম্বা শার্ট। গত ১০-০৩- ২০২৬ বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত শ্রী মিহির কুমার আচার্জী, সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল ।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- 0381-232-3586

২) সি.টি. কন্ট্রোল -6033237514/100

৩) পশ্চিম আগরতলা থানা-0381-238-5765

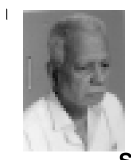

ICA/D-2150/26

Sd/-

পুলিশ সুপার, পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS TENDER NOTICE

Sealed quotation are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura for supply of veterinary medicines for Police Dogs from the resourceful, experienced, reliable, bonafide, renowned, licensed Manufacturers/ Importer/Local Distributors to the office of the Tripura Police Crime Branch, Agartala.

The details tender notice and terms and condition can be collected from the office of the undersigned on any working day during the office hour or downloaded from Tripura Police website www.tripurapolice.nic.in

The last date of receiving of tender is fixed on 25th March, 2026 up to 1600 hrs. and the same will be opened on same day, at 16:30 hrs. if possible in presence of the willing bidders.

ICA/C- 4908/26

Superintendent of Police, Serious Crime
Tripura Police Crime Branch
Tripura, Agartala

NOTICE INVITING E-TENDER

E-Tender are hereby invited for supply of stationery articles, toner cartridge etc. for the use of office of the District Magistrate and Collector, West Tripura upto the period of March, 2027 (details in e-tender portal). The tender will be received through e-tendering from 19th March, 2026 at 11.00 AM to 28th March 2026 at 03.00 PM from the bidders and will be opened on 28th March 2026 at 3.30 PM, if possible Details on website https:// tripuratenders.gov.in and https://westtripura.nic.in.

ICA/C- 4894/26

(D. Debbarma, TCS, Gr-I)
Senior Deputy Magistrate
(HOO/DDO)
O/o the District Magistrate & Collector
West Tripura District

আগরতলা পুর নিগম

আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার বসবাসকারী সকল নাগরিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **২০২৫-২৬ অর্থবছরে** যারা এখনও সম্পত্তি কর জমা দেননি, তারা আগামী **২১/০৩/২০২৬, ২২/০৩/২০২৬ এবং ২৮/০৩/২০২৬, ২৯/০৩/২০২৬** তারিখে সরকারি ছুটির দিনগুলিতে **সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত** আগরতলা পুর নিগমের **হেড অফিস, জোনাল অফিসসহ নিগমের নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ড অফিসে (যেমন ওয়ার্ড নং ০৫, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৯ ও ৪৩)** ট্যাক্স কাউন্টার খোলা থাকবে এবং নাগরিকগণ সেখানে সম্পত্তি কর জমা দিতে পারবেন।

এই বিষয়ে সকল নাগরিককে যথাযথ সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, যে সকল নাগরিক **৩১-০৩-২০২৬** তারিখের মধ্যে সম্পত্তি কর প্রদান করবেন না, তাদের বিরুদ্ধে আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ নিগমের বিধি অনুযায়ী **জরিমানা সহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।**

স্বাক্ষর:- অস্পষ্ট
মিউনিসিপাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে রাজি নয় ইরান ম্যাচ মেক্সিকোতে সরানোর প্রস্তাব

বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে ইরান ফুটবল ফেডারেশন। গতকাল এ কথা জানিয়েছেন ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজ।গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক বিবৃতিতে জানান, ইরান বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারে, তবে তাদের 'নিজেদের জীবন ও নিরাপত্তার স্বার্থে' যুক্তরাষ্ট্রে খেলা হয়তো ঠিক হবে না। ট্রাম্পের এই প্রচ্ছন্ন হুমকির পরই নড়েচড়ে বসেছে তেহরান।মেক্সিকোতে অবস্থিত ইরান দূতাবাসের এক্স হ্যান্ডলে মেহেদি তাজ স্পষ্ট করে বলেন, 'ট্রাম্প যখন নিজেই স্বীকার করছেন যে তিনি আমাদের জাতীয় দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছেন না, তখন আমরা কোনোভাবেই আমেরিকা সফরে যাব না। আমরা ফিফার সঙ্গে আলোচনা করছি যেন ইরানের ম্যাচগুলো মেক্সিকোতে আয়োজন করা হয়।'এ বিষয়ে ফিফার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।আগামী ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় যৌথভাবে শুরু হওয়ার কথা ফুটবলের এই মহাযজ্ঞ। সূচি অনুযায়ী ইরানের গ্রুপ পর্বের দুটি ম্যাচ হওয়ার কথা যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে এবং একটি সিয়াটলে।মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে বড় শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলা এবং সেই ঘটনায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুতে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছে।গত সপ্তাহেই ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এমন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিশ্বকাপে খেলা তাদের জন্য অসম্ভব। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, ভেন্যু পরিবর্তন না করলে ইরান আদৌ বিশ্বকাপে খেলবে কি না।এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) অবশ্য এখনো ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে আশাবাদী। কুয়ালালামপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদক উইন্ডসর জন বলেন, 'দিন শেষে খেলার সিদ্ধান্ত নেবে ফেডারেশন। আজ পর্যন্ত তারা আমাদের যা জানিয়েছে, তাতে তারা বিশ্বকাপে যাচ্ছে বলেই জানি।'

আইপিএলে অনিশ্চিত প্যাট কামিন্স

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি। চোটের কারণে এ বার আইপিএলেও অনিশ্চিত হয়ে পড়লেন প্যাট কামিন্স। ২০২৪-এর রানার্স-আপ দলের অধিনায়ককে গোটা মরসুমেই হয়তো পাওয়া যাবে না। তাঁর জায়গায় অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ভারতের দুই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার।শোনা যাচ্ছে, কামিন্সের জায়গায় নেতৃত্ব দিতে পারেন ঈশান কিশন। আলোচনা চলছে অভিষেক শর্মাকে নিয়েও। তবে অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার কারণে ঈশান কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন। সানরাইজার্স কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আলোচনাও করেছেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।বিশ্বকাপের ফাইনাল এবং জিম্বাবোয়ে ম্যাচ বাদে সে ভাবে রান পাননি অভিষেক। যদিও আইপিএল এবং দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলিতে তাঁর পারফরম্যান্স নজরকাড়া। ঈশান বিশ্বকাপে খুবই ভাল খেলেছেন। ন'টি ম্যাচে ৩১৭ রান করেছেন তিনি। ওপেনিং এবং তিন নম্বর, দুই জায়গাতেই সাবলীল ছিলেন তিনি। হায়দরাবাদের হয়েও তিনি তিন নম্বরে খেলেন।

আইপিএলে এ পর্যন্ত ১১৯টি ম্যাচ খেলেছেন ঈশান। ২৯৯৮ রান করেছেন তিনি। গড় ২৯.১০ এবং স্ট্রাইক রেট ১৩৭.৬৪। একটি শতরান এবং ১৭টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর। একমাত্র শতরানটি করেছেন গত বছর হায়দরাবাদের হয়েই।

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 64/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work: -

Sl No.	Name of work & DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Installation of 7(seven) nos S.B.D.T.W at different location under Dukli Agri. Appropriate Class Sub-Division. (96/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	11,44,144	22,883	Upto 21/03/ 2026 At 2.00 PM	At 03.00 PM on 21/03/ 2026	Appropriate Class
2	Installation of 1(one) no S.B.D.T.W at Govt. Orchard at Badharghat under Dukli Agri. Sub-Division. (97/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	1,63,449	3,269			
3	Installation of 6(six) nos S.B.D.T.W at different location under Old Agartala - Agri. Sub-Division. (98/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	9,80,693	19,614			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C- 4903/26

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

P'NIeT No.:158/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 09/03/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar werks in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIT No :	158/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work :	Comprehensive Annual Maintenance Contract for 05(Five) years of 01 (one) No. of Avcam Make 13(Thirteen) passenger elevator at Ayurvedic Hospital, Agartala Tripura (W) for Job No-PJB16122.
Estimated Cost :	Rs. 872432.00
Time of Completion :	1825 Days
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money	Rs. 17449.00
Last date and time of Submission of Bid :	23/03/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C- 4898/26

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION AGARTALA

Advt. No. 01/2026

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidate for recruitment to 01(one)(ST) temporary post of Assistant Tourist Officer, Group-B Non-Gazetted under Directorate of Tourism Govt. of Tripura.

For detailed Advertisement please visit **https://tpsc.tripura.gov.in.**

(S.Mog, IAS)
Secretary
Tripura Public Service Commission

কাবুলের হাসপাতালে পাক হামলার নিন্দায় রশিদ-নবিরা !

রমজানের মাঝে কাবুলের হাসপাতালে পাকিস্তানের হামলার নিন্দায় সরব আফগানিস্তানের ক্রিকেটারেরা। সোমবার রাতে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের এক হাসপাতালে পাকিস্তানের হামলায় অন্তত ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। তার পরেই পাকিস্তানকে নিশানা করেছেন রশিদ খান, মহম্মদ নবি, আজমাতুল্লা ওমরজাই, নবীন উল হকেরা।

রশিদ এক্স মাধ্যমে সেই হামলার কিছু ছবি দিয়ে লেখেন, "পাকিস্তানের হামলায় আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে আমি স্তম্ভিত। সাধারণ মানুষের বাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতালে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে কোনও হামলাই অপরাধ। রমজানের পবিত্র মাসে এ রকম হত্যালীলা খুবই আতঙ্কের। এতে হিংসা ও ঘৃণা আরও বাড়বে।" এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন রশিদ। তিনি লেখেন, "রাষ্ট্রপুঞ্জ ও অন্য মানবাধিকার সংস্থার কাছে আমার অনুরোধ, হস্তক্ষেপ করুন। এই কঠিন সময়ে আফগান ভাইবোনদের পাশে আছি। আমরা নিশ্চয়ই এই কঠিন সময় কাটিয়ে উঠব।" হামলার পর হাসপাতালের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন নবি। তিনি লিখেছেন, "কাবুলের হাসপাতালে আশার মৃত্যু ঘটল। যে তরুণেরা চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন, তাঁরা পাকিস্তানের সেনা শাসনের বলি হলেন। সন্তানের নাম ধরে মায়েরা চিৎকার করছিলেন। রমজানের ২৮তম দিনে তাঁদের জীবন চলে গেল।"

পাকিস্তানের এই হামলাকে ইজরায়েলি হামলার সঙ্গে তুলনা করেছেন নবীন। তিনি লেখেন, "ইজরায়েল ও পাকিস্তানের সেনা শাসনের মধ্যে আর কী তফাত থাকল।" আফগান ক্রিকেটারেরা জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হচ্ছে। তার সম্পূর্ণ দায় পাকিস্তানের। এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে ক্রিকেট মাঠে পাকিস্তান-আফগানিস্তান মুখোমুখি হলে কী পরিস্থিতি হয় সে দিকেও তাকিয়ে ক্রিকেটবিশ্ব। গত দুই সপ্তাহ ধরে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ চলছে। সোমবারও দু'দেশের সীমান্তে গুলির লড়াই হয়েছে। গোলাগুলিতে আফগান তালিবান বাহিনীর চার সৈন্য নিহত হন। ওই গোলাগুলির কয়েক ঘণ্টা পরেই খবর ছড়ায়, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের এক হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলিতে হাসপাতালের কিছু ভিডিয়োও প্রকাশ করা হয়েছে (ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম)। ফুটেজগুলিতে দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যেরা টর্চের আলো জ্বালিয়ে হাসপাতাল থেকে জখমদের উদ্ধার করছেন। হাসপাতাল ভবনটির একটি বড় অংশ দৃশ্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চারদিকে আগুন জ্বলছে। সেই আগুন নেবানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন একদল দমকলকর্মী। কাবুলের ওই হাসপাতালটিতে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা চলে। সোমবার রাতে ২০০০ শয্যার এই হাসপাতালে পাকিস্তান আকাশপথে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন আফগান সরকারের উপমুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত। তিনি জানান, স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ হাসপাতালটিতে হামলা হয়েছে। হামলার জেরে হাসপাতালের একটি বড় অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ৪০০ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২৫০ জন জখম হওয়ার খবর মিলেছে বলেও প্রাথমিক ভাবে জানান ফিতরাত।

ধোনিকে ভারতের কোচ হিসেবে দেখতে চান গম্ভীর ! সঙ্গে ছুড়ে দিলেন কঠিন চ্যালেঞ্জও

সদ্য গৌতম গম্ভীরের অধীনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। যেটুকু যা সমালোচনা চলছিল, তা উড়ে দিয়েছেন 'গুরু'গম্ভীর। ২০২৭-র ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত তাঁর থাকা কার্যত নিশ্চিত। সেই গম্ভীরই কি না মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ভারতের কোচ হিসেবে দেখতে চান! কলকাতায় ট্রেলব্লেজার্স ৪.০ অনুষ্ঠানে এসে গম্ভীর পুরো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন মাহির উদ্দেশ্য। কেন? তাহলে একমাত্র ধোনি বুঝতে পারবেন গম্ভীরের কাজটা কত কঠিন। এই রহস্য উদঘাটন করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে এক সপ্তাহ আগে। বিশ্বকাপ জয়ের পর গম্ভীরকে নিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন ধোনি। মহেন্দ্র সিং ধোনি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করছেন। তার উত্তর দিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। এরকমও হয়? একদিন আগেও এই দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু ফের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় মিলিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটের দুই ভিন্নমুখী স্রোতকে। সেখানে ধোনি লেখেন, 'কোচ সাহেব, এভাবেই হাসিখুশি থাকো। তোমার মুখে হাসি দেখতে ভালো লাগে। ইনটেনসিটির সঙ্গে হাসি একেবারেই কিলার কম্বো। দারুণ কাজ। সবাই উপভোগ কর।'

অবশেষে কলকাতায় বসে তার 'যোগ্য' জবাব দিলেন গম্ভীর। মাহির সেই ভাইরাল পোস্টের উত্তরে তিনি বলেন, "আমি খুব খুশি যে ধোনি বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে এসেছিল। তারপর ও আমাকে হাসতে বলে। আমি এখন বলি, একদিন ও আমার জায়গায় থাকবে, আর আমি ওকে একই কথা বলব। আশা করব, তখন ও ডাগআউটে বসে হাসবে।" অর্থাৎ ভারতীয় দলের কাজটা কত কঠিন, সেটা যেন মনে করিয়ে দিলেন গম্ভীর। ধোনি যদি কোনওদিন ভারতের কোচ হন, তাহলে হাড়ে-হাড়ে বুঝবেন কেন ডাগআউটে বসে 'হাসা' যায় না। তবে এই নিয়ে গম্ভীর আগেই উত্তর দিয়েছিলেন। ওই পোস্টের উত্তরে ভারতের কোচ লিখেছিলেন, 'হাসার তো এবার কারণ পাওয়া গেল। তোমাকে দেখে ভালো লাগল।' পরেও গম্ভীর বলেন, "ভারতীয় দলের কোচ হওয়া মানে তোমার উপর প্রত্যাশার চাপ থাকবে। হারের কোনও জায়গা নেই। বিশ্বকাপের মতো জায়গায় হাসিঠাট্টার জায়গা নেই। যদি সেমিফাইনালে হেরে যেতাম, তাহলে ফলাফল তো শূন্য হত। ওই জন্য বলি, খেলাধুলো খুব কঠিন জায়গা।"

ত্রিপুরায় ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত ১,২৪৫ জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ মার্চ: ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় বিভিন্ন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের মোট ১,২৪৫ জন সদস্য নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। ত্রিপুরা বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান।

লিখিত উত্তরে আরও বলা হয়, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী-র উত্থাপিত প্রশ্নে নির্ধারিত সময়সীমার পর রাজ্যে নতুন করে জঙ্গি কার্যকলাপের কোনও ঘটনা সামনে আসেনি।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্য এসেছে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (বিশ্ব মোহন গোষ্ঠী) থেকে। এই গোষ্ঠীর ৪১৭ জন জঙ্গি, যার মধ্যে স্বঘোষিত প্রধান বিশ্ব মোহন দেববর্মাও রয়েছেন, অস্ত্র সমর্পণ করেন। এছাড়া এনএলএফটি (পরিমল দেববর্মা গোষ্ঠী) থেকে ৩৯৪ জন, এনএলএফটি (ওআরআই গোষ্ঠী) থেকে ২২৩ জন এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ) থেকে ২২০ জন জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছে।

আত্মসমর্পণের সময় মোট ১৪৭টি অস্ত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৯৩টি দেশীয় বন্দুক, ১৩টি একে সিরিজের রাইফেল, ২টি কারবাইন, ৬টি .৩০৩ রাইফেল, ৪টি চীনা রাইফেল, ১টি চীনা পিস্তল, ১টি সিএম স্টেন গান, ৮টি পিস্তল, ৪টি রিভলভার, ৮টি সিঙ্গেল ব্যারেল মেটাল গান, ১টি বোটাম্যাক্স, ৪টি চীনা গ্রেনেড এবং ২টি এয়ার গান।

বিধানসভায় দেওয়া উত্তরে জানানো হয়েছে, পুনর্বাসন চুক্তি অনুযায়ী এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর সকল সদস্যকে অস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম জমা দিতে হবে, সহিংসতা ত্যাগ করতে হবে এবং গোপন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর কোনও অস্ত্র রাখা হলে তা বেআইনি হিসেবে গণ্য হবে।

পুনর্বাসন প্যাকেজের আওতায় প্রত্যেক যাচাইকৃত আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিকে তিন বছরের জন্য ৪ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত এবং তিন বছর ধরে প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, কেন্দ্র সরকার রাজ্যের উপজাতি উন্নয়নের জন্য চার বছরে ২৫০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ বিবেচনা করতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলকে বিধানসভায় অভিনন্দন

আগরতলা, ১৭ মার্চ: ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল, অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এবং ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল সদ্য সমাপ্ত টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় আজ রাজ্য বিধানসভার পক্ষ থেকে তাদের অভিনন্দন জানানো হয়েছে। এই অভিনন্দন বার্তায় বলা হয়েছে, তিনটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় ক্রিকেটাররা অসামান্য নৈপুণ্য দেখানোয় খেলাধুলার জগতে ভারতের সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের অসাধারণ সাফল্যে ভারতবাসী মাত্রই প্রত্যেকে গৌরবান্বিত হয়েছেন। এই তিনটি দলকেই রাজ্য বিধানসভার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানানো হয়েছে। রাজ্য বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল অভিনন্দন বার্তা পড়ে শোনান। ট্রেজারি এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যরা টেবিল চাপড়ে একে সমর্থন জানান।

মহিলা কমিশনের উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ, স্বাবলম্বীতার পথে মহিলারা

আগরতলা, মার্চ ১৭: মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে মঙ্গলবার আগরতলার সুকান্ত একাডেমি হলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝর্না দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যের মহিলাদের অধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই এদিনের এই সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহিলারা যাতে নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হতে পারেন এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হন, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

আগরতলায় হাওড়া নদীর বাঁধে ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

আগরতলা, ১৭ মার্চ : হাওড়া নদীর বাঁধের কাঠামোগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আগরতলায় ভারী মোটরযান চলাচলের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হাওড়া নদী এবং কাঁটাখাল এলাকার বাঁধে কোনও ধরনের ভারী মোটরযান (৪ চাকা, ৬ চাকা, ট্রাক, টেম্পো, বাস, মিনিবাস) চলাচল করতে পারবে না, যাতে বাঁধের কাঠামোগত ক্ষতি রোধ করা যায়। এই নির্দেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ৩০ এবং ৩৪(বি) ধারার আওতায় কার্যকর করা হয়েছে। জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার জানান, ভারী যানবাহনের অতিরিক্ত চাপের ফলে নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন। নির্দেশে বলা হয়েছে, নিয়ম ভঙ্গের ক্ষেত্রে পুলিশ সংশ্লিষ্ট যানবাহন সঙ্গে সঙ্গে জব্দ করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করবে, যা থেকে প্রশাসনের জিরো টলারেন্স নীতি স্পষ্ট।

এছাড়াও, পুলিশ সুপার, ট্রাফিক বিভাগ এবং পূর্ত দফতরসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে এই নির্দেশ কার্যকর করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগরতলার বাসিন্দা ও যাত্রীদের এই নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে জননিরাপত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

ধানক্ষেত নষ্টকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মারধর ও হুমকির অভিযোগ, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৭ মার্চ: সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানার অন্তর্গত বড়দোয়াল এলাকায় ধানক্ষেত নষ্ট হওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে মারধর, হুমকি এবং প্রভাব খাটানোর একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে।

অভিযোগকারী আলী আজগর (পিতা: মৃত নূর ইসলাম), সাং বড়দোয়াল জানান, প্রতিবেশী আওগাল হোসেন ও তার স্ত্রী লিলুফা বেগমের গরু তার ধানক্ষেতে ঢুকে ফসল নষ্ট করে দেয়। এতে তার ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে গেলে অভিযুক্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে এলোপাতাড়ি মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তিনি থানায় মামলা দায়ের করেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, মামলা দায়েরের পর এলাকায় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তার উপর মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। অভিযোগকারীর দাবি, এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত উপপ্রধান আবু তাহের মজুমদার এবং পঞ্চায়েত সদস্য আনোয়ার হোসেন খন্দকার তাকে ডেকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য বলেন। এছাড়াও অভিযোগ রয়েছে, দরবার বসানোর নামে তার কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা দাবি করা হয় এবং জানানো হয় যে, ওই দরবার পঞ্চায়েত অফিসে নয়, বরং উপপ্রধানের ব্যক্তিগত বাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে।

অভিযোগকারী এই প্রস্তাবে আপত্তি জানালে তাকে গালাগালি ও বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি তাদের অনুমতি ছাড়া এলাকায় পুলিশ প্রবেশ করতে পারবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। বর্তমানে নিজেকে নিরাপত্তাহীন মনে করছেন বলে জানিয়ে প্রশাসনের কাছে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারী।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জুয়ার সামগ্রী সহ আটক ছয়জন

আগরতলা, ১৭ মার্চ: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জুয়ার আসরে পুলিশের থাবা। অভিযানে জুয়ার সামগ্রী সহ আটক হয়েছে ছয়জনকে ব্যক্তি।

পুলিশ জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে আড়ালিয়া নদীর পাড় এলাকায় জুয়ার আসর বসেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে ছয় জুয়ারিকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ১১৫০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন তেলিয়ামুড়া, ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী

তেলিয়ামুড়া, মার্চ ১৭: বৃষ্টি বা ঝড়-তুফান না থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় তেলিয়ামুড়া শহর সংলগ্ন একাধিক এলাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ। সোমবার দুপুর প্রায় তিনটা থেকে রাত দশটা পেরিয়েও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের ডিভিশন---২ এর অন্তর্গত বাইশঘরিয়া, মহারানীপুরসহ আশপাশের এলাকাগুলিতে এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনা ঘটে। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি মারাত্মক সমস্যায় পড়েন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। চলতি পরীক্ষার সময়ে এমন পরিস্থিতিতে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটায় উদ্বেগ বাড়ে অভিভাবক মহলেও।

পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাত প্রায় ১০টা নাগাদ এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের কার্যালয়ে ছুটে যান। তবে সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পান, কার্যালয় কার্যত কর্মীশূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অভিযোগ, অফিসে বিদ্যুৎ থাকলেও কোনো কর্মীর উপস্থিতি ছিল না। পাশাপাশি দপ্তরের একাধিক ফোন নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো সাড়া মেলেনি বলে দাবি করেন স্থানীয়রা।

এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে এলাকাবাসীরা সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিযোগ করেন, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই গাফিলতি করে চলেছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে এভাবে কর্মীশূন্য অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে, রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নের কথা বললেও তেলিয়ামুড়ার বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

অফিসটিলা মুড়াবাড়িতে অবৈধ কাঠ কারখানায় হানা, গাড়ি আটক

বিশালগড়, ১৭ মার্চ: চড়িলাম ও জম্পুইজলা বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার বড়সড় অভিযান চালানো হয় অফিসটিলা মুড়াবাড়ি এলাকায়। বনদপ্তরের কর্মীরা মন সরকারের অবৈধ কাঠ চোরাই মেশিনের কারখানায় হানা দিয়ে একটি অবৈধ স-মিল (স' মেশিন) উদ্ধার করে।

অভিযান চলাকালীন কারখানার পাশ থেকে একটি কালো রঙের থার গাড়িও আটক করা হয়। তবে ঘটনাস্থলে গাড়ির চাবি না পাওয়ায় বনদপ্তর ও পুলিশ মুড়াবাড়ি এলাকায় মন সরকারের বাড়িতে চাবির খোঁজে হানা দেয়। অভিযোগ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিকাশ সিন্থিয়ার উপস্থিতিতেও মন সরকারের পরিবারের সদস্যরা চাবি দিতে অস্বীকার করেন।

অভিযানের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বিশালগড় এলাকার কুখ্যাত মন সরকার ও তার সহযোগীরা। উল্লেখ্য, পূর্বেও একাধিকবার এই কারখানায় হানা দিতে গিয়ে বনদপ্তর ও পুলিশের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে কয়েকজন আহত হয়েছিলেন।

এদিন দিনের বেলায় বিশালগড় থানার পুলিশ ও বনদপ্তরের কর্মীরা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে মাইকিংয়ের মাধ্যমে বনদুষ্কৃতীদের কড়া হুঁশিয়ারি দেয়। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

ঈদ উপলক্ষে বিলোনিয়ায় বস্ত্র বিতরণ সম্প্রীতির বার্তা ৩৫ নম্বর মন্ডলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ মার্চ: "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার" এই ভাবনাকে সামনে রেখে আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিলোনিয়ায় উদ্যোগ নিল ৩৫ নম্বর মন্ডল। মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্তের উদ্যোগে আজ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

জানা যায়, বিলোনিয়া মন্ডলের অন্তর্গত উত্তর ভারত চন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুজাফফর পাড়া এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষ নগর এলাকায় শতাধিক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে কাপড় ও লুঙ্গি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সুকান্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তাকিয়া এলাকার বাসিন্দাদের জন্য ইফতারেরও আয়োজন করা হয়।

এই বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, বিশিষ্ট আইনজীবী ও ত্রিপুরা রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য আক্তার হোসেন মজুমদার, মন্ডলের সহ-সভাপতি অরূপ ভৌমিকসহ পার্শবর্তী তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা।

উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে একসাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। তারা বলেন, "আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের নাগরিক। কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়।" আগামী দিনেও ৩৫ নম্বর বিলোনিয়া মন্ডলের পক্ষ থেকে এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

পানীয় জলের দাবিতে সাব্রুমে পথ অবরোধ, ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী

সাব্রুম, ১৭ মার্চ: ক্ষমতার পালাবদল হলেও সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মেটেনি, এই অভিযোগ তুলে আবারও পথ অবরোধে সামিল হলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার বেতাগা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরি চন্দ্র পাড়ায় তীব্র পানীয় জলের সংকটের প্রতিবাদে চালিতাছড়ি থেকে মনুঘাট সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জলের কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেই। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। এলাকাবাসীদের দাবি, বিভিন্ন জায়গায় শুধুমাত্র প্রকল্পের সাইনবোর্ড থাকলেও প্রকৃত পরিষেবা অধরাই রয়ে গেছে।

বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এদিন রাস্তায় নেমে অবরোধ গড়ে তুলে তাদের দাবির প্রতি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, নির্বাচনের পর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা বর্তমান বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরীকে এলাকায় খুব একটা দেখা যায় না। ফলে জল, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন মৌলিক পরিষেবার দাবিতে বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথে নামতে হচ্ছে তাদের।

অবরোধের জেরে চালিতাছড়ি-মনুঘাট সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় এবং সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। পরে খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। প্রশাসনের আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করেন বিক্ষোভকারীরা। তবে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

পুলিশের লাথিতে ব্রিজের নিচে পড়ে গুরুতর আহত যুবক, বিশালগড়ে চাঞ্চল্য

বিশালগড়, মার্চ ১৭: পুলিশের লাথিতে ব্রিজের নিচে পড়ে গুরুতর আহত হলেন বিশালগড়ের এক যুবক, এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে আক্রান্তের বন্ধুদের পক্ষ থেকে। আহত যুবকের নাম কিশোর দেবনাথ। তার বাড়ি লাল সিং মুড়া এলাকায়। বর্তমানে তিনি আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাতে প্রায় আটটা নাগাদ লাল সিং মুড়া এলাকার কয়েকজন যুবক স্থানীয় মেলা থেকে মুড়ি কিনে পার্শবর্তী একটি ব্রিজের উপর বসে খাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। অভিযোগ, কোনো কারণ ছাড়াই পুলিশের এক সদস্য কিশোর দেবনাথকে লাথি মেরে ব্রিজের উপর থেকে নিচে ফেলে দেন।

ব্রিজের নিচে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন কিশোর। তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানেই পড়ে থাকেন।

অভিযোগ, ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

পরে তার সঙ্গীরাই আহত অবস্থায় কিশোরকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ঘটনার পর ক্ষুব্ধ বন্ধুদের প্রশ্ন, ব্রিজের উপর বসে খাবার খাওয়া কোনো অপরাধ নয়, তবুও কেন এই ধরনের আচরণ করা হল তা তারা বুঝতে পারছেন না। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়ে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি আহত যুবকের চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার পুলিশ প্রশাসনকে বহন করার দাবিও তুলেছেন।

এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

উদয়পুরে অটোচালক খুন: ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়েও ধরা পড়েনি ঘাতক, ক্ষোভে ফুঁসছে জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ মার্চ : পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতার অভিযোগে উদয়পুরে নিরীহ অটোচালক সুখেন লোধের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে জনমনে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ ধরনের ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে দুষ্কৃতিকারী ও সমাজদ্রোহীদের আস্ফালন আরও বৃদ্ধি পাবে।

ঘটনাটি উদয়পুরের কিল্লা থানার অন্তর্গত রাইয়া মুলসুম এলাকায়। গত রবিবার সন্ধ্যায় খিলপাড়ার বাসিন্দা সুখেন লোধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে খুন করা হয়। কিন্তু ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেও গোমতী জেলা পুলিশ এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের ধরতে সক্ষম হয়নি।

এ নিয়ে এলাকাজুড়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিহত সুখেন লোধের গলায় সবসময় একটি কালো ব্যাগ থাকত, কিন্তু ঘটনার তিনদিন পরেও পুলিশ সেই ব্যাগটিও উদ্ধার করতে পারেনি। এমনকি আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মোবাইল লোকেশন ট্র্যাকিং ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করেও তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের মতে, ছিনিয়ে নেওয়া মোবাইল ফোনটির লোকেশন ট্র্যাক করা গেলে ঘটনার রহস্য উদঘাটনে বড় অগ্রগতি হতে পারত। কিন্তু পুলিশ এখনও কার্যত অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে বলেই অভিযোগ উঠেছে। অটোচালক মহল ও সাধারণ মানুষের দাবি, পুলিশের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। তবুও তিনদিন পেরিয়ে গেলেও তদন্তে কোনও সাফল্য না পাওয়ায় প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস), গোমতী জেলা কমিটির পক্ষ থেকে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়ের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সেখানে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএমএস-এর জেলা কনভেনার গৌতম দাস, অটো শ্রমিক সংঘের সম্পাদক প্রদীপ মজুমদার, উদয়পুর মহকুমা অটো শ্রমিক সংঘের সভাপতি মুক্তুল হোসেন, শ্রীকান্ত ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অন্যদিকে, শাস্ত্র মতে আগামীকাল সুখেন লোধের চার দিবসীয় পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর স্থানীয় ক্লাব ও নেতৃবৃন্দ কিল্লা থানার পুলিশের ভূমিকার বিরুদ্ধে কী ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানা গেছে।

প্রতাপগড়ে ঐতিহ্যবাহী বারণী স্নান, ভক্তদের ঢল

আগরতলা, মার্চ ১৭: রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড়ে মঙ্গলবার ঐতিহ্যবাহী বারণী স্নান অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসের কৃষ্ণ মঙ্গল তিথি উপলক্ষে আয়োজিত এই পবিত্র স্নানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই ধর্মপ্রাণ মানুষের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়।

আগরতলার রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন প্রতাপগড় এলাকায় প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হয় এই বারণী স্নান। সনাতনী ভক্তরা পুণ্যলাভের আশায় দূরদূরান্ত থেকে এখানে এসে পবিত্র স্নানে অংশগ্রহণ করেন। ফলে গোটা এলাকা ভক্তদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে।

এদিকে, বারণী স্নান উপলক্ষে প্রতাপগড় এলাকায় অস্থায়ী বাজারও বসে। রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় প্রায় একশোরও বেশি দোকান সাজিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন পূজা সামগ্রী, প্রসাদ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কেনাবেচায় জমে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ।

সচিবের অনুপস্থিতিতে বিপর্যস্ত দুর্গাপুর পঞ্চায়েত পরিষেবা, ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামবাসী

বিশালগড়, ১৭ মার্চ : দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সচিবের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির জেরে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের পরিষেবার জন্য গড়ে ওঠা পঞ্চায়েত অফিসটি অধিকাংশ সময়ই তালাবন্ধ থাকে, ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে পঞ্চায়েতে কর্মীর অভাব তীব্র আকার নিয়েছে। নেই আরপিএম বা জিআরএস কর্মী। এমনকি দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত সচিব অভিজিৎ মজুমদারও বেশিরভাগ দিনই অফিসে অনুপস্থিত থাকেন বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসীদের দাবি, মাঝে মধ্যে তিনি অফিসে এলেও কিছুক্ষণ পরই ব্লক অফিসে কাজের অজুহাতে পঞ্চায়েত বন্ধ করে চলে যান। এর ফলে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করতে এসে বারবার খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

প্রায় ছয় মাস ধরে এই সমস্যা চললেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও সচিবের অবস্থান নিয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারছেন না। গ্রামবাসীদের কথায়, সচিবকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ব্লক অফিসে থাকার কথা বললেও সেই দাবি নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

এই দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা শেষ পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য গড়ে ওঠা পঞ্চায়েত অফিস এখন কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas